



# প্রতিবাদী কলম



PRATIBADI KALAM • Daily • 13<sup>th</sup> Year, 35 Issue • 5 February, 2022, Saturday • ২২ মাঘ, ১৪২৮, শনিবার • আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা • ৮ পৃষ্ঠা • ৫ টাকা • R.N.I. No. TRIBEN/2010/33397

## রাজ্যের মূল ওয়েবসাইটে অসংখ্য ক্ষতচিহ্নের ভিড়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ ফেব্রুয়ারি।। এখন ডিজিটাল যুগ। দেশের প্রধানমন্ত্রী নিয়মিত ভাবেই ‘ডিজিটাল ইন্ডিয়া’র সারবত্তা দেশবাসীকে বোঝানোর চেষ্টা করেন। এবারের বাজেটেও তার প্রতিফলন ধরা পড়েছে। সেই নিরিখে দেখতে গেলে, বর্তমান সময়ে যেকোনও রাজ্যের জন্য তার নিজস্ব সরকারি



ওয়েবসাইটটি সে রাজ্যের ‘মুখ’। অর্থাৎ প্রতিটি রাজ্যের প্রধান সরকারি ওয়েবসাইটেই এখন একেকটা রাজ্যের মুখছবি খুঁজে পাওয়া যায়। এ রাজ্যের ক্ষেত্রে প্রধান যে সরকারি ওয়েবসাইট, তার নাম— ত্রিপুরা (ডট) গভ (ডট) ইন। এই ওয়েবসাইটটি খুললেই, প্রথমে চোখে পড়ে অশোকস্তম্ভের ছবি

ব্যবহার করে বড় ফন্টে লেখা— ত্রিপুরা স্টেট পোর্টাল, অফিসিয়াল পোর্টাল অফ গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা। নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই ওয়েবসাইটটিকে চলে সাজানো হয়েছে। এখন পর্যন্ত এই ওয়েবসাইটটি দেখেছেন ১ কোটি ৫৬ লক্ষ ২২ হাজার ২৪৫ জন। ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২, এই ওয়েবসাইটটিকে সর্বশেষ

‘আপডেট’ করা হয়েছে। রাজ্যের ইনফরমেশন টেকনোলজি ডিরেক্টরেট থেকে ওয়েবসাইটটিকে নির্মাণ করা হয়। হঠাৎ আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে সরকারের প্রধান মুখ তথা এই ওয়েবসাইটটি কেন? একে একে কয়েকটি বিষয়ের দিকে নজর দিলেই বোঝা যাবে, কিকি কারণ। কারণ এক ঃ ত্রিপুরা স্টেট

## দরজা খুলতে এলেন সুনীল দেওধর!

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ ফেব্রুয়ারি।। লোকে বলে বিপদদারণ তিনি। বিপদভঞ্জনও। দল যখন শূন্যে, তাকে পূর্ণ করার দায়িত্ব যেমন পড়েছিলো তার উপর তেমনি পূর্ণ দলকে অটুট রাখার বাঁজমস্ত্রের ডাকও পড়েছে তার। তিনি এ রাজ্যের গেরন্যা রাজনীতির পিতামহ— পদ্ম ঝড়ের সর্বাধিনায়ক। সর্বকিছুতেই ছিলেন, আছেনও। আবার কোথাও যেন তিনি অস্তিত্বহীন। শুধু বিপদকালেই বরাবর হিসেবে ডাক পড়ে তার— সুনীল দেওধর। রাজা বিজেপির প্রাক্তন প্রভারী বিজেপির জাতীয় সম্পাদক। রাজনীতিগতভাবে ভাবে তিনি ত্রিপুরা ছেড়ে এখন দক্ষিণের গেরুয়া রাজনীতির অভিভাবক। কিন্তু বিপদকালে ফের ডাক পড়েছে তার। বর্তমানে রাজ্যে অবস্থান করছেন তিনি। দলকে অটুট রাখার, বাগিদের বাগে আনার মহামন্ত্র তার কা থেকেই নিচ্ছে দল। রামভক্তদের রামায়ণ শ্রবণ করানোর মতোই এই বিপদকালে তাকেই ● এরপর দুইয়ের পাঠায়

## ২৬ বছরে নয়া ইতিহাস

থ্রেস রিলিজ, আগরতলা, ৪ ফেব্রুয়ারি।। ছাব্বিশ বছরে কর্মজীবনে কোনো মুখ্যমন্ত্রী তো দূরের কথা, কোনো বিধায়ক এমনকি, পঞ্চায়েত স্তরের জনপ্রতিনিধিও একবারের জন্যও জিজ্ঞেস করেননি, কেমন আছি। মুখ্যমন্ত্রীকে কাছে পেয়ে হাবিলদার দিলীপ দেববর্মার অশ্রুসজল নয়নে, আবেগতড়িত কথায়, যেন সবকিছু বাকরুদ্ধ। উল্লেখ্য, তিনি টিএসআর নবম বাহিনীর অস্ত্রগত বাগমারা পোস্টে কর্মরত। আজ টিএসআর নবম বাহিনীর হেড কোয়ার্টার ও এর অস্ত্রগত আরও দুটি পোস্ট পরিদর্শন করেন এবং জওয়ানদের সঙ্গে সৈনিক সম্মেলনে মতবিনিময় করেন মুখ্যমন্ত্রী। দিলীপ দেববর্মা বলেন, ‘স্যার কোনোনামি ভাবতে পারিনি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সরাসরি কথা হবে। আমরা মানুষের নিরাপত্তা প্রদানের জন্য প্রতিনিয়ত কাজ করে গেলেও আমরা কেমন আছি তা বিগত দিনে



বলছেন। তা আমার জীবনের বড় প্রাপ্তি। ‘এভাবেই জওয়ানগণ নিজেদের মুখকর অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন। বলা বাহুল্য,

টিএসআর হেডকোয়ার্টার শুধু নয়, এমনকি ক্যাম্প হেডকোয়ার্টার থেকে প্ল্যাটুন পোস্ট পর্যন্ত

জওয়ানদের থাকার বিছানা, ঘর, খাবারের গুণগতমান, সেনিটেশনের ব্যবস্থা, পানীয় জল এমনকি তাদের সামান্যতম অভিযোগের কথাটিও মনোযোগ দিয়ে শুনলেন মুখ্যমন্ত্রী। বিভিন্ন রাজ্যে গুলিতে যখন পদস্থ আধিকারিকরাও তাদের সমস্যায় মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেন না, সেখানে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব পুলিশি ব্যবস্থা ও টিএসআর বাহিনীর সর্বশেষ ব্যক্তি পর্যন্ত অভাব-অভিযোগ শুনতে এসে পৌঁছে যাচ্ছেন জওয়ানদের কাছে। তবে, জওয়ানদের সম্পর্কে রাজ্য সরকার মুখ্যমন্ত্রী কতটা আন্তরিকতার প্রমাণস্বরূপ তো মাত্র একটি দুটি ক্যাম্প নয়, প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ক্যাম্প, হেডকোয়ার্টার এবং প্ল্যাটু পরিদর্শন করে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। আর এইভাবে মুখ্যমন্ত্রীকে কাছে পেয়ে অনায়াসে নিজেদের মনের কথা মুখ্যমন্ত্রীর সামনে তুলে ধরছেন ● এরপর দুইয়ের পাঠায়

## কাঁপছে ধলাই

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আমবাসা, ৪ ফেব্রুয়ারি।। ধলাই জেলা সভাপতি রবি গোপের স্বজনপোষণ সহ বহুমুখী দুর্নীতি নতুন কিছু নয়। এই নিয়ে বহু কেজ্জা কোলকারির তথ্য সমৃদ্ধ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে প্রতিবাদী কলম। এমনকি জেলাধিপতির দুর্নীতি ও ঘেঁষাচারিতা নিয়ে খোদ শাসক



দলের অন্তরে তথা স্বদায়ী অন্য জেলা পরিষদের সদস্যদের মধ্যে যে অসত্যতা দাবানলের মতো ছড়াচ্ছে তাও একাধিকবার তুলে ধরেছে প্রতিবাদী কলম। কিন্তু প্রতিবারেই শাসক দলীয় শীর্ষ নেতৃত্ব সর্বশক্তি প্রয়োগ করে তা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছে এবং সফলও হয়েছে। কিন্তু এই ধামাচাপা দেওয়ার কৌশল সম্ভবত এবার বুমেরাং হতে চলেছে। কারণ ধলাই জেলা ● এরপর দুইয়ের পাঠায়

## এসএসএ’র নয়া বেতনক্রম

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ ফেব্রুয়ারি।। সমগ্রশিক্ষা প্রকল্প নিযুক্ত শিক্ষকদের সাথে সীমাহীন বেতন বঞ্চনা নিয়ে প্রতিবাদী কলমে সংবাদ প্রকাশের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই টনক নড়ল রাজা শিক্ষা দপ্তরের। গুরুত্বারই ঐ শিক্ষকদের নতুন বেতনক্রমের নির্দেশিকা জারী করলো প্রকল্পের রাজা মিশন অধিকর্তা। ঐ নির্দেশিকা অনুসারে রাজ্য সরকারের সর্বশেষ পে ফিল্ডেশন অনুসারেই বেতন পাবে শিক্ষকরা। এবং ২-৮-২০১৫ তারিখকে ভিত্তি ধরে ঐ তারিখের পূর্বে III ক্যাটাগরি ভুক্ত শিক্ষকদের মধ্যে যাদের ৫ বছর পূর্ণ হয়েছে তাদের সেই দিন থেকে নিয়মিত বেতন ক্রমের আওতায় আসবে। সেই ক্ষেত্রে আরও পি ২০১৫, ২০১৭ এবং ২০১৮ অনুসারে ধারাবাহিক বৃদ্ধি ক্রমে নির্ধারিত হবে বেতন। তবে প্রতিবাদী কলমে সংবাদে জেরে ঐ শিক্ষকদের বেতন বঞ্চনা আংশিক হ্রাস পেলেও তা অনেকাংশেই বজায় থাকছে। কারন এই নির্দেশিকা মূলে নিয়মিত শিক্ষকরা যে তিন শতাংশ ডিএ পাচ্ছে তা সমগ্র শিক্ষার শিক্ষকরা পাচ্ছেনা। সেই সাথে বেসিকের ৮ শতাংশ হাউস রেন্ট এবং এডিসি এলাকায় কর্মরতদের জন্য যে ছিল

অ্যালাউপ রয়েছে সেই সব থেকেই বঞ্চিত রাখা হচ্ছে সমগ্রশিক্ষার শিক্ষকদের। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর সমগ্র শিক্ষার শিক্ষকদের দূর দূরান্তে এমনকি অন্য জেলায় ও বদলী করছে দপ্তর। রাজা সরকারের ঘোষিত নীতি অনুযায়ী নিজ বাড়ি থেকে আট কিলোমিটার দূরত্ব হলেই কর্মচারীরা হাউস রেন্ট পেয়ে থাকে। যা তাদের অধিকার।

## সমগ্রশিক্ষক, অচিরেই রামধাক্কা! বেতনে ইজাহার মাত্র দুই হাজার!

অখচ সমগ্র শিক্ষার বেলায় শিক্ষকদের বদলী করা হচ্ছে দূর দূরান্তে কিন্তু তারা পানো হাউস রেন্ট। ফলে এই সরকারের আইনী জ্ঞান নিয়েই উঠছে প্রশ্ন। ত্রিপুরা সমগ্র শিক্ষা এমপ্লয়জ এসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান বাস্তব দেববর্মা এই বেতনক্রমের নির্দেশিকাকে আরো একটি বঞ্চনার দলিল হিসেবে অভিহিত করেন।

## জুয়েলস্-এ তালা ঝুললো

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ ফেব্রুয়ারি।। যেসব ফুটবলার জুয়েলস্ অ্যাসোসিয়েশনের হাত ধরে আগরতলার ময়দানে পা রেখেছিলো, তারা আজ অন্য রূপকে সাফল্য এনে দিচ্ছে। দেবাশিস রাই, সনম লেপচারা আজও আগরতলার ময়দানে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। অখচ জুয়েলস্ অ্যাসোসিয়েশন আজ ক্রমশ অতলে চলে যাচ্ছে। যা মানতে পারছে না এলাকাবাসী এবং এলাকার ফুটবল প্রেমীরা। তাই গুরুত্বার ফুটবল দলের এই অখচ পতনে ক্ষুব্ধ হয়ে তারা তালা ঝুলিয়ে দিলো ক্লাব গৃহে। শুধু তাই নয়, ক্লাব সম্পাদকের অপসারণ দাবি করে পোস্টারও পড়লো যা রাজ্যের ক্লাবের ইতিহাসে নজিরবিহীন। এই রাজ্যের ক্লাব সংস্কৃতি শতাব্দী প্রাচীন। দলমত, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে এই রাজ্যে একটা সময় ক্লাবগুলি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল, যেখানে ছিলো না কোনও ভেদাভেদ কিংবা সংকীর্ণতা। হঠাৎ করে একটা দমকা হাওয়া এসে যেন সবকিছু লুপ্তভঙ্গ করে দিলো।



হার্ডে একটি বড় নাম। ফুটবল এবং ক্রিকেটে সমানতালে দৌড়ানোর জন্য সেটি রয়েছে। বিদূরকর্তা চৌমুহনীর এই দলটির রাজ্যের প্রতিভাবান ফুটবলার এবং

ক্রিকেটাররা মুখিয়ে থাকে এই ক্লাবে খেলার জন্য। এককথায় রাজ্যের ফুটবল এবং ক্রিকেটের ইতিহাসে মহা গুরুত্বপূর্ণ নাম হলো জুয়েলস্

শুরু করেছে। অখচ এমনটা হবে স্বপ্নেও ভাবেনি ফুটবল প্রেমীরা। গত সাত/আট বছর ধরে আগরতলার ময়দানে দাপিয়ে

বেড়ানো জুয়েলস্-এই হাল কেন হলো? দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর ২০১২’তে তারা দ্বিতীয় ডিভিশন চ্যাম্পিয়ন হয়ে প্রথম ডিভিশনে উন্নীত ● এরপর দুইয়ের পাঠায়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ০৪ ফেব্রুয়ারি।। মেডিক্যাল এডুকেশন ডিরেক্টরেট হাতকস্তরে চিকিৎসা বিজ্ঞান পড়ার জন্য আসন বিলির কাজ আপাতত বন্ধ রেখেছে। আবার কবে তা চালু হবে, বলা হয়নি, পরামর্শ দেওয়া হয়েছে তাদের ওয়েবসাইট নিয়মিত নজরে রাখার জন্য। প্রতিবাদী কলম’র শনিবারের সংস্করণে “মেডিক্যাল মেধা তালিকা নিয়ে গুরুতর অভিযোগ” শিরোনামে খবর হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে, কয়েকজন অসংরক্ষিত পরীক্ষার্থী হিসাবে ● এরপর দুইয়ের পাঠায়

## মুখোমুখি নেতাজি কন্যা

বিশেষ এই সাক্ষাৎকারটি রবিবার রাত ১০টায়া পিবি২৪’র ইউটিউব এবং ফেসবুক পেজ-এ সরাসরি লাইভ স্ট্রিম হবে



- দিল্লিতে নেতাজির মূর্তি বসা নিয়ে কি মত?
- নেতাজি বেঁচে থাকলে দেশের কোন রাজনৈতিক দলে যোগদান করতেন?
- নিজের বাবার মধ্যে মেয়ে হিসেবে কি খুঁজে বেড়ান?
- পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর বাড়িতে থাকার অভিজ্ঞতা কেমন ছিল?

- কখনও ভারতে এসে বসবাস করা এবং রাজনীতিতে যোগদানের ইচ্ছে হয়নি?
- মায়ের কাছে তাঁর পিতা আসলে ঠিক কেমন ছিলেন?

- এখনও বেঁচে আছেন নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু?
- বেঁচে থাকলে নেতাজি দেশভাগ নিয়ে কি বলতেন?
- প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে নেতাজি নিয়ে কি কথা হয়েছিল?
- আজকের তারিখে বাবা যদি বেঁচে থাকতেন, মুখোমুখি বসে কি জিজ্ঞেস করতেন?
- রবীন্দ্রনাথ না স্বামী বিবেকানন্দ, কার প্রভাব বেশি ছিল নেতাজির জীবনে?
- ‘জয় হিন্দ’ শব্দ দুটোর কি মানে?
- নেতাজিকে নিয়ে কোন বিষয়টি কষ্ট দেয়?



এমন বহু প্রশ্নের উত্তর নিয়ে সুদূর জামানি থেকে পিবি২৪’র মুখোমুখি খোদ নেতাজি কন্যা অনিতা বসু পাফ। ১ ঘণ্টা ৫৫ মিনিটের সাক্ষাৎকারে উঠে এসেছে নানা অজানা তথ্য। মেয়ে অনিতা পিবি২৪-এ তুলে ধরলেন নেতাজির ব্যবহৃত চশমা, স্ত্রী এমেলিকে দেওয়া আইভরি বাস্ম।







# রাজ্যে গড়ে উঠবে ফিল্ম ইনস্টিটিউট

## মানুষের কল্যাণে কাজ করার জন্যই ক্ষমতা : তথ্য ও সংস্কৃতিমন্ত্রী

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ৪ ফেব্রুয়ারি।। তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের ৩৮ জন লোকশিল্পী ২০০৭ সাল থেকে তাদের প্রাপ্য সম্মান, পদমর্যাদা ও অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিলেন। আজ তাদের সেই সম্মান ও পদমর্যাদা ফিরিয়ে দিতে পেরে নিজেকে খুব গর্বিত মনে করছি। শুক্রবার তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের বিনোদন সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তথ্য ও সংস্কৃতিমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী একথা বলেন। ৩৮ জন লোকশিল্পীকে চতুর্থ শ্রেণি থেকে তৃতীয় শ্রেণির পদমর্যাদায় উন্নীতকরণের জন্য এদিন এই অনুষ্ঠানে তথ্য ও সংস্কৃতিমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। গান্ধীঘাটস্থিত তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের প্রধান কার্যালয়ে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে তথ্য ও সংস্কৃতিমন্ত্রী শ্রীচৌধুরী বলেন, সকলের মিলিত প্রচেষ্টায় বঞ্চিত লোকশিল্পীদের প্রাপ্য সম্মান ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। অনুষ্ঠানে তথ্য ও সংস্কৃতিমন্ত্রী শ্রীচৌধুরী বলেন, গত প্রায় পঁচিশ বছরে সরকারি



কর্মচারীদের প্রমোশন প্রক্রিয়াকে একটা প্রহসনে পরিণত করা হয়েছিলো। বর্তমান সরকার কর্মচারীদের এই প্রমোশনের দরজা খুলে দিয়েছে। এছাড়াও কর্মচারীদের বেতনভাতা বৃদ্ধি-সহ এবছর ফেস্টিভাল আয়ডভাঙ্গও বাড়ানো হয়েছে। এজন্য কর্মচারীদের কোনও আন্দোলন

করতে হয়নি। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সব সময় বলেন, আমাদের এই ক্ষমতার চেয়ারটি মানুষকে দমনপীড়নের জন্য নয়। মানুষের কল্যাণে কাজ করার জন্যই ক্ষমতা। তাই আমাদের সকলের দায়িত্ব মানুষের জন্য কিছু করে যাওয়া। নিজদের দায়িত্বটুকু সঠিকভাবে পালন করা। তিনি

বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের যেমন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক তেমনি আমাদের রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর। তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের দুটি শাখা আছে। তথ্য শাখাটি সরকারের উন্নয়ন কর্মসূচির সংবাদ মানুষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে আর সংস্কৃতি শাখা রাজ্যের ঐতিহ্যময়

● এরপর দুইয়ের পাতায়

## আট দিন ধরে হৃদিশ নেই যুবতির

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বন্মনগর, ৪ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্যে নির্খোঁজের ঘটনা প্রায়শই খবরের শিরোনামে উঠে আসছে। কিছু ক্ষেত্রে যেমন অপহরণ কিংবা পাচারের মতো ঘটনা অন্যদিকে প্রণয়ঘটিত বিষয়াদিও পরিলক্ষিত করা যাচ্ছে। রহস্যজনকভাবে গত ৮ দিন ধরে নির্খোঁজ এক যুবতি। এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে চিত্তায় দিন কাটাচ্ছেন পরিবার-পরিজনরা। ঘটনা কলমচৌড়া থানার বন্মনগর দক্ষিণ পাড়া এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, গত ২৮ জানুয়ারি দুপুরে বাড়ির

লোকজনদের অনুপস্থিতিতে কাউকে না জানিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান বছর ১৮’র মৌসুমী আক্তার। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলেও মেয়েটি বাড়িতে না আসায় পরিবারের লোকজনেরা এদিক ওদিক খোঁজাখুঁজি শুরু করে। তৎসঙ্গে আত্মীয়পরিজনদের কাছ থেকেও মৌসুমীর বিষয়ে জানতে চাইলে তাদের কাছ থেকে কোনো সদুত্তর পাওয়া যায়নি। খোঁজাখুঁজি করার পর মেয়েকে না পেয়ে নির্খোঁজ যুবতির পিতা-মাতা কলমচৌড়া থানার দ্বারস্থ হয়ে একটি মিসিং ডায়েরি করে। ঘটনার ৮ দিন কেটে গেলেও

এখনো পর্যন্ত কোন ধরনের সন্ধান পাওয়া যায়নি নির্খোঁজ যুবতির। নির্খোঁজ যুবতির মা রাজিয়া খাতুন জানিয়েছেন, উনার মেয়ে সরল সোজা, কারো সাথে বেশি কথা বলত না বাড়িতে কম থাকতো। প্রতিবেশীদের বাড়ি বেশি সময় কাটাতো। গত ৮ দিন ধরে দৃশ্চিন্দ্ভাষ ভুগছেন পরিবারের সদস্যরা। পরিবারের সদস্যরা এখনো কিছুই বুকে উঠতে পারছে না। পুলিশ যদি সঠিকভাবে তদন্ত করে তাহলে নির্খোঁজ মেয়েটির সন্ধান বের করা সম্ভব বলে অভিমত পরিবার-পরিজনসহ এলাকাবাসীদের।

## গরু-সহ গাড়ি ছিনিয়ে নিল দুই রামভক্ত নেতা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৪ ফেব্রুয়ারি।। বিশালগড় বাইপাস সড়ক থেকে ৬টি গরু-সহ গাড়ি ছিনিয়ে নিল দুই রামভক্ত নেতা। বিশালগড়-গোলাঘাটি সড়ক সংলগ্ন বাইপাসের মুখে সেই ঘটনা। অভিযুক্তরা হল রামভক্ত নেতা সুমন এবং বংশী। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সবার সামনেই দুই নেতা মিলে গাড়িট ছিনিয়ে নিয়ে যায়। তারা মালিক পক্ষের কোন কথা শুনতে রাজি হয়নি। চলতি মাসে গরুর গাড়ি চালানের মাসিক হস্তা তারি মালিক পক্ষের কোন কথা শুনতে রাজি হয়নি। চলতি মাসে গরুর গাড়ি চালানের মাসিক হস্তা দেওয়া হয়নি দুই নেতাকে। গত মাসেও মালিক পক্ষের কাছে তারা দ্বিগুণ টাকা দাবি করেছিল বলে খবর। মালিক পক্ষের অভিযোগ, গরুর গাড়ি রাস্তা দিয়ে চললে

নেতাদের টাকা দিতে হয়। প্রণামি দিতে হয় পুলিশকেও। তারা আরও জানান, গরুর ব্যবসাকে কেন্দ্র করে মাসিক ১৮ লক্ষ টাকা দিতে হয় নিচের বাজারের নেতাদের ফান্ডে। এখন আবার নতুন করে টাকা দাবি করছে রামভক্তরা। টাকা দিতে বার্থ বা অসমর্থ হলে মারধর করা হয়। গো-পালক থেকে ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, গরু বাড়ি থেকে বের করলেই টাকার জন্য রাস্তায় বসে থাকে পুলিশ-সহ সিকি আধুলি নেতারা। শুক্রবার সন্ধ্যায় বিকাশ নামে এক ব্যবসায়ীর গাড়ি ছিনিয়ে নেয় তথাকথিত রামভক্ত বলে দাবি করা দুষ্কৃতিরা। গরুর মালিকের পক্ষে অভিযোগ জানানো হয় বাড়ির কাছেই রাউৎখলা বাইপাস থেকে তাদের গাড়িটি নিজদের

আস্তানায় নিয়ে যায় দুই নেতা। শত চেষ্টা করেও গরু-সহ গাড়িটি আটকাতে পারেননি চালক। গাড়ি নেওয়ার পর মোটা অঙ্কের টাকা দাবি করেছে অভিযুক্তরা। তাদের চাহিদা মতো টাকা দিলেই নাকি গরু-সহ গাড়ি ফিরিয়ে দেওয়া হবে। পরবর্তী সময় টাকা দিয়েও গাড়ি ফিরিয়ে আনতে পারেননি মালিক পক্ষ। তারা এতটাই বেপরোয়া যে পুলিশের কথা কেও পাছা দিচ্ছে না। সচেতন মহল এই পরিস্থিতিতে অরাজকতা বলে কটাক্ষ করছেন। তাদের বক্তব্য, বিশালগড়ের তথাকথিত ক্ষমতাবান নেতাদের চালারা গোটা এলাকা নিজদের হাতের মুঠোয় রেখে দিয়েছে। গোটা ঘটনায় ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে রাউৎখলায়।

## প্রেমিকার বাড়ির সামনে প্রেমিকের অনশন, ধর্না

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আমবাসা, ৪ ফেব্রুয়ারি।। দীর্ঘ ছয় বছরের সম্পর্ক কেবল প্রেম-ভালোবাসাতেই সীমিত ছিল না। বরং প্রেম ভালোবাসার গতি পেরিয়ে সম্পর্ক এগিয়ে ছিল আরো অনেক দূর। এমনকি প্রেমিকার স্নাতক ডিগ্রি এবং বি এড ডিগ্রি অর্জনের যাবতীয় ব্যয়ভারও বহন করেছিল প্রেমিক। কথা ছিল উচ্চশিক্ষা সম্পন্ন হলেই চার হাত এক হবে উভয় পক্ষের অভিভাবকদের উপস্থিতিতে। কিন্তু কথা রাখেনি প্রেমিকা ও তার পরিবার। উচ্চশিক্ষা সম্পন্ন হতেই ছয় বছরের সম্পর্ক তথা পুরোনো প্রেমিককে বোম্বালুম ভুলে গিয়ে অন্য একজনের পাণিথহরণে সিদ্ধান্ত নেয়। আর তা জানতে পেরে প্রায় অর্ধ উন্মাদ প্রেমিক ছুটে আসে প্রেমিকার বাড়ির সদর

দরজায়। প্রেমিকার বিবাহের ঠিক একদিন আগে তার বাড়ির সদর দরজায় অনশনে বসে পরাজিত প্রেমিক। দাবি একটাই, ফিরিয়ে দিতে হবে তার ছয় বছরের ভালোবাসা। ভালোবাসার দাবি নিয়ে প্রেমিকার বাড়ির সামনে অনশনে বসার এই চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটলো শুক্রবার দুপুরে আমবাসা থানার কুলাই অঞ্চলের নবগ্রাম এলাকায়। অনশনকারী প্রেমিক হল খোয়াই জেলার কল্যাণপুর থানাদীন গৌরাসঙ্গিলা এলাকার বাসিন্দা আশিস দেবনাথ (২৭)। তার অভিযোগ হল যে, নবগ্রাম এলাকার জনৈক শুকনো মাহ্ ব্যবসায়ীর কন্যা ঐ যুবতির সাথে তার ছয় বছরের প্রেমের সম্পর্ক। পরিবারের আর্থিক অসঙ্গতির কারণে প্রেমিকার উচ্চ শিক্ষা তথা স্নাতক



এবং বিএড ডিগ্রি অর্জনের সমস্ত ব্যয় সে বহন করে, যা তার আত্মীয়স্বজন সহ কুলাই এলাকার অনেকেই জানে। কিন্তু এখন ঐ যুবতির পরিবার তার বিয়ে ঠিক

করেছে জিরানিয়ার ব্লক চৌমুহনি এলাকার এক যুবকের সাথে। ৫ ফেব্রুয়ারি বিয়ে। যা মেনে নিতে পারছে না প্রেমিক আশিস। তাই শুক্রবার দুপুরে সে প্রেমিকার বাড়ির

## মাটি খুঁড়ে উদ্ধার সিন্দুক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৪ ফেব্রুয়ারি।। রেগা শ্রমিকরা মাটি খুঁড়ে উদ্ধার করলেন লোহার সিন্দুক। ঘটনা শুক্রবার সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ বিলোনিয়া বরজ কলোনির অন্তর্গত এসসি কলোনি এলাকায়। মাটির নিচ থেকে লোহার সিন্দুক উদ্ধার হওয়ার খবর পেয়ে আশপাশের লোকজন কৌতূহলের বশে সেখানে ভীড় জমান। পাশাপাশি ছুটে আসে পুলিশও। জানা গেছে, এদিন রেগা শ্রমিকরা মাটি খুঁড়ার সময় কোদালের মধ্যে কিছু একটা আটকে যায়। তখনই শ্রমিকরা কৌতূহলের বশে মাটি খুঁড়তে থাকেন। তারা বুঝেছিলেন বড় কিছু মাটির নিচে লুকিয়ে আছে। মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে উদ্ধার হয় লোহার সিন্দুক। গর্ত থেকে সিন্দুক উপরে উঠিয়ে তল্লাশি চালানো হয়। কিন্তু দেখা গেছে সিন্দুকে কিছুই নেই। তবে কিছুটা হলেও শ্রমিকরাও আশাহত হয়েছেন। কারণ, যতক্ষণ সিন্দুকটি মাটির নিচে ছিল তারা যে যার মত করে অনেক কিছুই ভেবে নিয়েছিলেন। কেউ ভেবেছিলেন হয়তো কোন গুপ্তধন লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। কেউ আবার ভেবেছিলেন এর ভেতরে অবশ্যই কোন রহস্যজনক কিছু লুকিয়ে আছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত খালি সিন্দুক উঠে আসে। ধারণা করা হচ্ছে চোরের দল সিন্দুকটি কেলে গিয়েছিল। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

## বালি চাপায় মর্মান্তিক মৃত্যু

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, খোয়াই, ৪ ফেব্রুয়ারি।। ছড়া থেকে বালি সংগ্রহ করতে গিয়ে মর্মান্তিক মৃত্যুর রঞ্জন দেববর্মার। ৬৫ বছরের রঞ্জন দেববর্মার বাড়ি খোয়াই পূর্ব বেলছড়া এলাকায়। অন্যান্য দিনের মত শুক্রবার সকালে তিনি অন্য শ্রমিকদের সাথে বালি উত্তোলন করতে রথলিলা বাজার এলাকায় এসেছিলেন।

সেখানে ছড়া থেকে বালি সংগ্রহের সময় আচমকা বিপত্তি ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীদের কথা অনুযায়ী রঞ্জন দেববর্মা বালির স্তুপে চাপা পড়ে যান। সাথে থাকা অন্য লোকজন সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করে খোয়াই জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসে। কিন্তু কর্তব্যরত চিকিৎসক ওই ব্যক্তিকে দেখে মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে তার পরিবারের লোকজন ছুটে আসেন হাসপাতালে। ময়না তদন্তের পর রঞ্জন দেববর্মার মৃতদেহ পরিজনদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এই ধরনের কাজে শ্রমিকদের সুরক্ষার বিষয়টি কখনই গুরুত্ব দেওয়া হয় না। তারই ফলস্বরূপ রঞ্জন দেববর্মার মৃত্যু হয়েছে বলে স্থানীয়দের অভিযোগ।

## টিডিএফ’র জেলা সভাপতি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ ফেব্রুয়ারি।। টিডিএফ’র চেয়ারম্যান তেজেন দাস জানিয়েছেন, টিডিএফ’র দক্ষিণ জেলা সভাপতি করা হয়েছে ধীরেন ত্রিপুরাকে। একই সাথে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার ইয়ুথ টিডিএফ’র সভাপতি করা হয়েছে প্রসেনজিৎ ত্রিপুরাকে। তেজেন দাস জানিয়েছেন, সাংগঠনিক জেলা কমিটি গুলো পূর্ণাঙ্গ রূপ পাবে ধীরে ধীরে।

## কমিশনারকে সশরীরে হাজিরা দিতে নির্দেশ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ ফেব্রুয়ারি।। রাস্তার পাশে কসাইখানা খুলে রাখার ঘটনায় পুর নিগমের কমিশনার অথবা মুখ্য নির্বাহী অফিসারকে সশরীরে হাজির হতে নির্দেশ দিল উচ্চ আদালত। আগামী ২২ ফেব্রুয়ারি প্রধান বিচারপতি ইন্ড্রজিৎ মোহান্তি এবং বিচারপতি এসজি চট্টোপাধ্যায়’র ডিভিশন বৈশেষ তাকে হাজির হতে হবে। হাজির হয়ে পুর এলাকায় কসাইখানা এবং রাস্তার পাশে থাকা মাংস কটার দোকান প্রসঙ্গে জবাব দিতে হবে। রাস্তার পাশে কসাইখানা খোলা এবং পশু-পাখি হত্যা নিয়ে উচ্চ আদালতে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলাটি করেছেন জনৈক অঙ্কন তিলক পাল। তিনি দাবি করেছেন,

বেআইনিভাবে রাস্তার পাশে কসাইখানা খোলা হয়েছে। মাংস কেটে বিক্রি হচ্ছে রাস্তার পাশে। এই কারণে শিশুদের মধ্যে প্রভাব পড়ছে। উচ্চ আদালত জনস্বার্থ মামলাটি থহণ করার পরই আগরতলা পুর নিগমকে নির্দেশ দিয়েছিল রাস্তার পাশে বেআইনি কসাইখানা বন্ধ করতে। ফায়ার ব্রিগেড চৌমুহনির কাছেও মাংস বিক্রি হয়। এমনকি শংকর চৌমুহনিতে ট্র্যাফিক পুলিশের সামনেই রাস্তার পাশে বিক্রি হচ্ছে মাংস। এইভাবে রাস্তার পাশে শালবাগান, আড়ালিয়া, বণিচা চৌমুহনি ছাড়াও বহু জায়গায় পশু পাখি কেটে বিক্রি হচ্ছে। উচ্চ আদালতের নির্দেশ পেয়ে কয়েকদিন এসবের বিরুদ্ধে মাইকিং করে পুর নিগম। এক-দু দিন

অভিযানও করে শহরের অল্প জায়গায়। এরপর পুর নিগম আর কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। জনস্বার্থ মামলাটি গত মঙ্গলবার আবার শুনানির জন্য প্রধান বিচারপতির বৈশেষ উঠে। পুর নিগমের পক্ষে সওয়াল করেন সিনিয়র অ্যাডভোকেট তাপস দত্ত মঞ্জুমদার, সরকারি আইনজীবী মঙ্গল দেববর্মা, কিশোর কুমার পাল এবং তাপস হালা। শুনানির পর উচ্চ আদালত রায় দিতে গিয়ে বলেছে, ২০১৫ সালের এই সংক্রান্ত ৪/২০১৫ জনস্বার্থ মামলাটিও এই মামলার সঙ্গে যুক্ত করে নিতে। ২২ ফেব্রুয়ারি পুর

● এরপর দুইয়ের পাতায়

## সংক্রমণ নামলো ১.৬৬ শতাংশে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ ফেব্রুয়ারি।। করোনায় সংক্রমণের হার আরও নামলো। এই হার নেমে দাঁড়ালো ১.৬৬ শতাংশে। ২৪ ঘণ্টায় আক্রান্ত নামলো ৬২ জন। তবে থেমে নেই মৃত্যুর সংখ্যা। শুক্রবারও একজন সংক্রমিত রোগী মারা গেছেন। তাকে নিয়ে রাজ্যে করোনা আক্রান্তদের মৃত্যুর তালিকা বেড়ে দাঁড়ালো ৯১২ জনে। করোনামুক্ত হয়েছেন আরও ৭০৩জন। চিকিৎসাহীন অবস্থায় থাকা পঞ্জিভিত রোগীর সংখ্যা নেমে দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ৭২৬জনে। সুস্থতার হারও বেড়ে দাঁড়ালো ৯৭.৩৭ শতাংশে। ব্যাপকহারে আক্রান্ত নেমেছে জেলাগুলিতে। পশ্চিম জেলায় ২৪ ঘণ্টায় আক্রান্ত নামলো ১৯জনে। সিপাহিলায়, উনকোটি এবং ধলাই, খোয়াই, গোমতী এবং দক্ষিণ জেলায়ও ২৪ ঘণ্টায় আক্রান্ত ১০ জনের নিচে নেমে গেছে। এর মধ্যেই শনিবার রাজ্যে আয়োজিত হচ্ছে সরস্বতী পুজো। বাগদৌবীর আরাধনায় ছাত্রছাত্রীরা অংশ নিচ্ছেন। করোনা অতিমারিতে সংক্রমণ নামলেও থেমে নেই মৃত্যু। এই পরিস্থিতিতে উৎসাহের সঙ্গেই রাজ্য জুড়ে পালিত হচ্ছে বাগদৌবীর আরাধনা। বাজারগুলিতেও বিকালে ভিড় জমেছিল। যদিও বৃষ্টি নেমে আসায় ভিড় কমে। স্বাস্থ্য দফতর ২৪ ঘণ্টার মিডিয়া বুলেটিনে জানিয়েছে, এই সময়ে ৩ হাজার ৬৯২ জনের সোয়াব পরীক্ষা হয়েছে। তাদের মধ্যে ৮১৩ জনের আরটিপিসিআর পদ্ধতিতে পরীক্ষা হয়। বাকিদের আণ্টিজেন টেস্ট হয়েছে। এদিন করোনামুক্ত হয়েছেন আরও ৭০৩জন। এদিকে দেশে ২৪ ঘণ্টায় নতুন আক্রান্তের সংখ্যা নামলো ১ লক্ষ ৪৯ হাজারে। এই সময়ে মারা গেছেন ১ হাজার ৭২জন।

## পূর্বজনের স্মৃতিতে স্মৃতিবনে বৃক্ষরোপণ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয়ের অনুপ্রেরণায় ও মাননীয় বনমন্ত্রী মহোদয়ের উদ্যোগে ত্রিপুরা বন দপ্তর একটি অভিনব প্রকল্প



হাতে নিয়েছে পূর্ব জনের স্মৃতি টুকু ধরে রাখতে, প্রিয় মানুষটার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসার প্রতীক হিসেবে তাঁদের নামে বৃক্ষরোপণ করে তাঁর স্মৃতি চিরস্মরণীয় করে রাখতে ত্রিপুরা বন দপ্তর আপনার পাশে। দপ্তর রাজ্যের প্রতিটি মহকুমায় একটি করে স্মৃতিবন গড়ে তোলতে উদ্যোগ গ্রহন করেছে। দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করলে দপ্তর আপনার পক্ষে আপনার পছন্দ মত গাছ লাগিয়ে ছবি তুলে তা আপনাকে Whatsappও করে দেবে মাত্র ৩০০ টাকার বিনিময়ে। আর স্থায়ী সাইন বোর্ড সহ চাইলে অতিরিক্ত ১০০০ টাকা জমা দিতে হবে। আপনাকে শুধু দপ্তরের ওয়েবসাইট forest.tripura.gov.in/smrity-van এ দেওয়া মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করে শুষ্ক জমা দিতে হবে। স্মৃতি বনে রোপিত বৃক্ষের পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষনের দায়িত্ব থাকছে বন দপ্তরের।

ICA-D-1742/2022 বন দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত।







# নোটন হত্যা মামলায় চার্জশিট পেশ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৪ ফেব্রুয়ারি।। বিশালগড় দুর্গানগরের ফার্নিচার ব্যবসায়ী নোটন দাস হত্যা মামলার তদন্তের চার্জশিট আদালতে জমা দিল বিশালগড় থানার পুলিশ। সাথে পুলিশের তরফ থেকে আদালতের কাছে আবেদন জানানো হয় এই হত্যা মামলার দুই অভিযুক্তকে জেলহাজতে রেখেই বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হোক। তাদের জামিনের আবেদন যাতে মঞ্জুর না করা হয় সেই আবেদনও রাখা হয় পুলিশের তরফে। শুক্রবার বিশালগড় আদালতের বিচারক পুলিশের সেই আবেদন মঞ্জুর করে দুই অভিযুক্তকে ফের ১৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত জেলহাজতের নির্দেশ দেন।

প্রশ্ন উঠেছিল। শেষ পর্যন্ত পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধারের সাথে সাথে দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। এরপর থেকে দু'জনই জেলহাজতে আছে। পুলিশ তদন্তে নেমে জানতে পারে সোনালীর বাবার আর্থিক অবস্থা এতটাই খারাপ ছিল যে তাদের বিয়ের

সময় নোটনের পরিবার সবকিছু কিনে সোনালীর বাড়িতে পাঠিয়েছিল। নোটন পরিবারের একমাত্র ছেলে হওয়ার সুবাদে সোনালীকে অনেক আশা নিয়ে ঘরে নিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই সোনালীর কারণে ছেলেকে হারালেন তার মা।



প্রশ্ন উঠেছিল। শেষ পর্যন্ত পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধারের সাথে সাথে দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। এরপর থেকে দু'জনই জেলহাজতে আছে। পুলিশ তদন্তে নেমে জানতে পারে সোনালীর বাবার আর্থিক অবস্থা এতটাই খারাপ ছিল যে তাদের বিয়ের

অভিজিৎ'র সাথে সোনালীর আগে থেকেই সম্পর্ক ছিল বলে অভিযোগ। বিষয়টি পরবর্তী সময় নোটন জেনে যান। সেই কারণেই নাকি তাকে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযুক্ত অভিজিৎ দাস পুলিশকে জানিয়েছিল। একটা সময় নোটন এবং সোনালীর


পুত্রসন্তানের জন্মের পর স্ত্রীকে অভিজিৎ'র কাছ থেকে সরিয়ে আনার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু উল্টো নোটনকেই জীবন দিতে হয়েছে তাদের কারণে। গত বছর ২৫ অক্টোবর রাত থেকে নির্ঝোঁজ হয়েছিলেন নোটন দাস। ওইদিন সোনালী স্বামীর বাড়ি থেকে বগড়া কমে বিশালগড় সিটিআই ক্যাম্প সংলগ্ন গীতা দাসের বাড়িতে চলে এসেছিল। সেই বাড়িতে বসেই নাকি নোটনকে খুনের পরিকল্পনা করে অভিজিৎ। গীতা দাস সম্পর্কে সোনালীর কাকিমা। শেষ পর্যন্ত পুলিশ মোবাইল ট্র্যাকিং করে সোনালী এবং অভিজিৎ'র পরকীয়া সম্পর্কের কথা জেনে যায়। এরপর মৃতদেহ উদ্ধার এবং অভিযুক্তদের গ্রেফতারের ক্ষেত্রে বিশেষ কোন সমস্যা হয়নি। শুক্রবার মামলার তদন্ত শেষে বিশালগড় থানার ইনসপেকটর পার্থ নাথ ভৌমিক বিশালগড় আদালতে চার্জশিট জমা দেন। এই তথ্য জানিয়েছেন সরকারি আইনজীবী গৌতম গিরি।

## মার হজম করলেন সিকি নেতা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৪ ফেব্রুয়ারি।। তাহলে প্রশ্ন উঠতেই পারে প্রধান বাছাইয়ের ক্ষেত্রে তারা এমন লোককে কেন দায়িত্ব দিলেন? বৃহস্পতিবার রাত্তে হাসপাতাল এলাকায় যে সাগরকে খোলাই দেওয়া হয়েছে তার গোটা পরিবার নাকি নেশা কারবারের সাথে জড়িত। এলাকার মানুষ তাদের উপর ক্ষুব্ধ হলেও প্রকাশ্যে কেউ মুখ খুলতে চান না। কারণ, ইদানীং সাগর আবার বুথ সভাপতির দায়িত্ব পেয়েছে। একজন নেশা কারবারি বুথ সভাপতি হয়ে বুক ফুলিয়ে এলাকার পরিবেশকে বিষিয়ে তুলেছে বলে অভিযোগ। দলের নাম করে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় মানুষকে বিনা কারণে গালিগালাজ করা তার অভ্যাস। তবে এতদিন সাধারণ মানুষের মনে যে ভয় ছিল তা যেন বৃহস্পতিবার রাত্তে স্বদলীয়রাই মুছে দিয়েছেন। কারণ, সাগরকে হাসপাতালের সামনে ফেলে বোধহুঁকভাবে পিটিয়েছে স্বদলীয়রাই। ওই রাত্তে সাগর হাসপাতালে আসা যুবকদের দেখে বিশি ভাষায় গালিগালাজ করে। এরপরই শুরু হয় গণধোলাই। অন্যান্য লোকজন ঘটনাটি দেখেও তাকে বারাত্তে এগিয়ে আসেননি বরং গণধোলাই উপভোগ করেছেন। তা অভিযুক্তের আরেক ভাই মলাটের বাবসার আড়ালে কোটা বিক্রি করে বলে এলাকার সবাই জানে। এখন এলাকাবাসী কটাক্ষ করে বলছেন দলের নেতারা এই এবার বুথক কাদের হাতে দলের দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে।

## নারায়ণ দাসের স্মরণে মেগা স্বাস্থ্য শিবির

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সোনামুড়া, মেলাঘর, ৪ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্যের প্রাক্তন বিধায়ক প্রয়াত নারায়ণ দাসের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে শুক্রবার সোনামুড়ায় বিভিন্নস্থানে মেগা স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। নারায়ণ দাস মেমোরিয়াল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিতব্য এই স্বাস্থ্য শিবিরগুলোতে বিনামূল্যে দেওয়া হয় চিকিৎসা পরামর্শ এবং ওষুধপত্র। উপস্থিত ছিলেন নারায়ণ দাস মেমোরিয়াল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির কর্ণধার রাকেশ দাস। প্রয়াত নারায়ণ দাসের পুত্র রাকেশ দাস জানান, সমাজসেবামূলক কাজের জন্য এলাকার মানুষের হৃদয়ে স্থান পেয়েছিলেন নারায়ণ দাস। তার মৃত্যুতে একটি শূন্যতার সৃষ্টি হয়। মৃত্যুর পরেও যাতে উনার সেবামূলক কাজ জারি থাকে, তার জন্যই গঠন করা হয়েছে নারায়ণ দাস মেমোরিয়াল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। তার মৃত্যুর পর থেকেই বিভিন্ন সামাজিক কাজ করে যাচ্ছে এই সোসাইটি। এদিন সোনামুড়ার রাঙ্গামাটিয়ার ভোলামুড়া এবং নলছড়'র বেরাগীবাজার এলাকার স্বাস্থ্য শিবির করা হয়। দুটি শিবিরে প্রচুর লোকের সমাগম হয়। এই সেবামূলক কর্মসূচি জারি থাকবে বলেও জানান রাকেশ দাস।

	
<b>আগরতলা পুরনিগম</b>	
<b>আগরতলা</b>	
সেহা নং: F.98/OSD/(Dev)/NULM/AMC/14(Part-II)	তারিখঃ ০২-০২-২০২২ইং
<b>পুর বিজ্ঞপ্তি</b>	
এতদ্বারা আগরতলা পুর নিগম এলাকায় বসবাসকারী সকল নাগরিকদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগরতলা পুর নিগমের অন্তর্গত (Surveyed/ স্ক্রিড ভেভার) (Skill Development) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বেকার যুবক-যুবতীরা এবং এলাকার শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীদের জন্য ক্ষুদ্র শিল্প/ব্যবসা স্থাপনের লক্ষ্যে Day NULM স্কীমে ব্যাঙ্ক ঋণ প্রদান করা হবে। এই ঋণ গ্রহণে ইচ্ছুক রেজিস্ট্রিকৃত (Surveyed) স্ক্রিড ভেভার (Skill Development) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বেকার যুবক-যুবতীগণ নির্ধারিত ফরমটো পূরণ করে প্রয়োজনীয় প্রমাণপত্রের জেরক্স কপি সহযোগে আগামী ২৫-০২-২০২২ ইং তারিখের মধ্যে পুর নিগমের স্ব-স্ব জোনাল অফিসের এন.ইউ.এল.এম. (NULM) শাখায় জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।	
<b>সর্বোচ্চ ঋণ প্রদানের লক্ষ্য মাত্রা</b>	
১) রেজিস্ট্রিকৃত (Surveyed) স্ক্রিড ভেভার	মং ৫০,০০০/-
২) (Skill Development) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বেকার যুবক-যুবতীগণ/এলাকার শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীগণ	মং ৫০,০০০/- থেকে মং ২,০০,০০০/-
	ধন্যবাদান্তে — স্বাক্ষর অস্পষ্ট মিউনিসিপ্যাল কমিশনার আগরতলা পুরনিগম
<b>আবেদনপত্রের সহিত নিম্নলিখিত প্রমাণপত্রের কপি জমা দিতে হবেঃ-</b>	
১) স্কিল ট্রেনিং সার্টিফিকেট কপি	
২) মহকুমা শাসক কর্তৃক প্রদত্ত ইনকাম সার্টিফিকেট	
৩) আধার কার্ডের কপি	
৪) রেশন কার্ডের কপি	
৫) ব্যাঙ্ক পাস বইয়ের প্রথম পৃষ্ঠার জেরক্স কপি	
৬) ট্রেড লাইসেন্স Up to date কপি/ ভেভার সার্টিফিকেট	
৭) প্রস্তাবিত প্রজেক্ট	
৮) পেন কার্ড	

## পুলিশ রিমান্ডে লরি চালক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৪ ফেব্রুয়ারি।। গত ২৭ জানুয়ারি বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ প্রচুর গাঁজা-সহ একটি লরি আটক করেছিল। ওই লরির চালক শুনুর আলমকে শুক্রবার বিশালগড় আদালতে পেশ করা হয়। পুলিশের তরফ থেকে আদালতের কাছে পুলিশ রিমান্ডের আবেদন করা হয়। আদালত পুলিশের আবেদনে সড়া দিয়ে অভিযুক্তের তিনদিনের পুলিশ রিমান্ড মঞ্জুর করে। এ নিয়ে দুইবার অভিযুক্তকে পুলিশ রিমান্ডে পাঠানো হল। প্রথম দফায় দুইদিন রিমান্ডে ছিল অভিযুক্ত শুনুর আলম। পুলিশের ধারণা তাকে জেরা করলে গাঁজা পাচার চক্রের অনেক তথ্য জানা যেতে পারে। সেই কারণেই বারবার তাকে রিমান্ডে আনা হচ্ছে। এদিন সন্ধ্যায় বিশালগড় আদালত থেকে অভিযুক্তকে বিশ্রামগঞ্জ থানায় নিয়ে আসা হয়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পুলিশকর্তারা তাকে জেরা করে জানার চেষ্টা করেন তার সাথে আর কারা এই চক্রের সাথে জড়িত।

## বই দোকান বন্ধ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ ফেব্রুয়ারি।। দা অল ত্রিপুরা বুক সেলার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স অ্যাসোসিয়েশনের তরফে সাধারণ সম্পাদক উত্তম চক্রবর্তী জানিয়েছেন, শনিবার সরস্বতী পূজো। তাই অ্যাসোসিয়েশনের সকল সদস্য/সদস্যদের অবগতির জন্য তিনি জানিয়েছেন, শনিবার সকল পুস্তক ব্যবসায়ীদের দোকান পূর্ণদিবস বন্ধ থাকবে। সকলের সহযোগিতা চেয়েছেন তিনি।

## আজ ছুটি

আজ বিদ্যাদেবী সরস্বতী পূজো। শনিবার পূজো উপলক্ষে পত্রিকা অফিসের সমস্ত বিভাগে ছুটি। তাই রবিবার পত্রিকার কোনও সংস্করণ প্রকাশ হবে না। সোমবার থেকে যথারীতি পত্রিকার সংস্করণ প্রকাশ হবে। বাগদেবীর আরাধনা উপলক্ষে সমস্ত রাজবাসী, শুভানুধ্যায়ী, অর্গণিত পাঠক, বিজ্ঞাপন দাতা সহ সবাইকে ওভেচ্ছাও অভিনন্দন। আপনরা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন— কর্মার্থক্ষ, প্রতিবাদী কলম।

## জাতীয় সড়ক যেন মরণফাঁদ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৪ ফেব্রুয়ারি।। সামান্য বৃষ্টিতে মরণফাঁদে পরিণত হয়েছে আসাম-আগরতলা জাতীয় সড়ক। তেলিয়ামুড়া মহকুমার মুন্সিয়াকামী আচার্য্যোমুড়া পাহাড় এলাকার রাস্তা খুবই বেহাল হয়ে আছে। আমবাসা থেকে একেবারে মুন্সিয়াকামী বাজার সংলগ্ন এলাকা পর্যন্ত রাস্তা একপ্রকার বিপর্যস্ত। দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে বহিরাঙ্গের সংস্থা জাতীয় সড়কের পাশে পাহাড়ের মাটি কাটার কাজ শুরু করেছিল। জাতীয় সড়ক সম্প্রদারণের জন্যই মাটি কাটা হয়। অভিযোগ, অদূরদর্শিতার কারণে বর্তমানে জাতীয় সড়ক একেবারে করুণ দশায় পরিণত হয়েছে। দূরপাল্লার গাড়িগুলি আসা-যাওয়ার ক্ষেত্রে খুবই সমস্যা হচ্ছে। শুক্রবার দিনভর ওই সড়কে যানজট লেগে থাকে। এর ফলে যাত্রীরা প্রচণ্ড নাজেহাল হন। যাত্রীবাহী বাস এবং দূরপাল্লার লরি দু'দিন ধরে রাস্তায় আটকে আছে। যাত্রী এবং গাড়ি চালকরা অনাহার এবং অর্ধাহারের সময় কাটাচ্ছেন। বৃহস্পতিবারের পর শুক্রবারও বৃষ্টিতে জাতীয় সড়কের অবস্থা আরও বেহাল হয়ে যায়। এদিকে, রাস্তার এই বেহাল অবস্থার কারণে যাত্রীদের মনে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এখনও পর্যন্ত প্রশাসন নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করে আছে। অভিযোগ, প্রথম থেকেই অবহেলার শিকার ওই অংশের জাতীয় সড়কের নির্মাণ কাজ। বিভিন্ন সময় অভিযোগ উঠলেও বহিরাঙ্গের ঠিকাদারি সংস্থার কাজকর্ম নিয়ে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। যে কারণে ঠিকাদারি সংস্থা নিজেদের ইচ্ছেমত কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের কারণে দেওয়া হয় ফায়ার সার্ভিসকে। ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা এসে গাড়ি চালককে উদ্ধার করে বিশালগড় হাসপাতালে নিয়ে আসেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের কথা অনুযায়ী বৃষ্টিতে রাস্তা পিচ্ছিল ছিল। যে কারণে চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। তবে সৌভাগ্যবশত চালকের আঘাত গুরুতর নয়।

NOTICE INVITING e-TENDER	
College of Agriculture, Tripura invites electronic Bids through e-Procurement Portal of Government of Tripura ( <a href="https://tripuratenders.gov.in">https://tripuratenders.gov.in</a> ) from reputed organizations for <b>Supply and Installation of Air Conditioner, Visi Cooler Refrigerator, Projector and Laptop to MSPU of Department of Plant Pathology</b> at College of Agriculture, Tripura, Lembucherra, West Tripura. Detailed tender notice, schedules and tender documents can be obtained from <a href="https://tripuratenders.gov.in">https://tripuratenders.gov.in</a> . <b>Last Date of submission of the e-Tender: 22/02/2022, 5:30 PM.</b>	
Sd/- Illegible (Dr. T.K. Maity)	Principal
ICA-C-3610-22	College of Agriculture, Tripura Lembucherra, West Tripura

Abridge Notice	
To promote different SHG made products, Tripura Rural Livelihood Mission is going to develop a common e-market website. For the propose website Tripura Rural Livelihood Mission is here with inviting participation to design & share logo. Participant must sent their designed logo either in JPG & PNG format both along with the participant's name, contact number and mail-Id to the trim.smmu@gmail.com latest be 25.02.2022. The logo will be selected by SMMU. Staffs of TRLM under the Chairmanship of CEO, TRLM. Rs.10000/- (Ten Thousand Only) will be given to the participant whose logo is selected by TRLM.	
ICA-D-1741-22	Sd/- Illegible Dr. Vishal Kumar, IAS Chief Executive Officer Tripura Rural Livelihood Mission

IN THE COURT OF LD. FAMILY JUDGE KAILASHAHAR, UNAKOTI, TRIPURA	
<b>Case No.- T.S. (Divorce) 24/21,</b> Sri Hirak Roy, S/O-Lt. Harimohan Roy, of Vill.- Kalipur, P.O.- Paiturbazar, P.S & Sub-Division - Kailashahar, Dist.- Unakoti, Tripura	..... Petitioner,
<b>V/S</b> Smt. Rituparna Gope, W/O - Hirak Roy, D/O - Anil Gope, of Vill. & P.O.- Sirirampur, P.S. & Sub-Division - Kailashahar, Dist.- Unakoti, Tripura	..... Respondent
<b>সর্বসাধারণের প্রতি বিজ্ঞপ্তি</b> সর্বসাধারণের অবগতির জানানো যাইতেছে যে উপরিউক্ত দরখাস্তকারী শ্রী হিরাক রায় তাহার স্ত্রী উপরিউক্ত ঋতুপর্ণা গোপ এর বিরুদ্ধে তাহারের বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা উপরিত্ত আদালতে আবেদন জানিয়েছেন। অতএব প্রত্য নোশি প্রকাশমূলে সাবধান করিয়া দেওয়া যাইতেছে যে, উক্ত দরখাস্তের বিরুদ্ধে আপনি শ্রীমতি ঋতুপর্ণা গোপ কোনরূপ আপত্তি থাকিলে আগামী ২৮/০১/২০২২ ইং তারিখে দিবা ১০.০০ ঘটিকায় আদালতে স্বয়ং বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি দ্বারা উপস্থিত হইয়া দরখাস্তের কারণ দর্শাইবেন। অন্যথায় উক্ত দরখাস্তের একতরফা গুনাবিক্রমে নিষ্পত্তি হইবে। অদ্য আদালতের শীলমোহর যুক্ত করা হইল। ইতি তাং	
আমার স্বাক্ষর- সেরেস্তাদার -	BY ORDER of the Judge, Court of the Judge, Family Court, Kailashahar, Unakoti, Tripura

## মুখ্যমন্ত্রীর কর্মসূচিতে সাংবাদিকদের নিষেধ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৪ ফেব্রুয়ারি।। আবারও মুখ্যমন্ত্রীর কর্মসূচির সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে পুলিশের বাধার মুখে পড়লেন সাংবাদিকরা। এবার ঘটনা শান্তিরবাজার মহকুমার কোয়িফাংস্থিত টিএসআর নবম ব্যাটেলিয়নের সদর কার্যালয়ে। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এদিন ব্যাটেলিয়নের সদর কার্যালয় পরিদর্শনে আসেন। স্থানীয় সাংবাদিকরা মুখ্যমন্ত্রীর আসার আগেই ক্যাম্পের সামনে চলে আসেন। সেখানে দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক সাংবাদিকদের ক্যাম্পের ভেতরে ঢুকতে বাধা দেন। তিনি সাংবাদিকদের জানিয়ে দেন আগরতলা থেকে আসা



সাংবাদিকরাই কেবলমাত্র ভেতরে প্রবেশ করতে পারবেন। স্থানীয় সাংবাদিকদের ভেতরে প্রবেশের অধিকার নেই। এই কথা শুনে শান্তিরবাজারের সাংবাদিকরা খুবই অপমানিত বোধ করেন। তাই তারা সিল্লান্ত নেন মুখ্যমন্ত্রীর কর্মসূচি বয়কট করবেন। পরে অবশ্য ঘটনাটি জানতে পারে ডোমোজ কট্টলের জন্য ময়দানে নামেন মহাকর্ষের আধিকারিকরা। তারা স্থানীয় সাংবাদিকদের সাথে যোগাযোগ করে গোটা ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। পাশাপাশি স্থানীয় সাংবাদিকদের টিএসআর ক্যাম্পে এসে মুখ্যমন্ত্রীর কর্মসূচির সংবাদ সংগ্রহ করার অনুরোধ করেন। সাংবাদিকরা পরবর্তী সময় সেই অনুরোধে দাঁড়া দিয়ে ক্যাম্পে আসেন। প্রশ্ন উঠেছে কেন পুলিশকর্তারা স্থানীয় সাংবাদিকদের ক্যাম্পে প্রবেশে বাধা দিলেন? এই ধরনের ঘটনা নতুন কিছু নয়। এর আগেও বেশ কয়েকটি জায়গায় একই ধরনের ঘটনা ঘটেছে।

## গুরুতর আহত বাইক চালক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ফটিংকরায়, ৪ ফেব্রুয়ারি।। দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হলেন বাইক চালক। শুক্রবার বিকেলে কুমারঘাট সিদংছড়া এলাকায় বাইক নিয়ে দুর্ঘটনাগ্রস্ত হন ৩০ বছরের অমল সরকার। দুর্ঘটনার পর তাকে উদ্ধার করে কুমারঘাট হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর সেখান থেকে দুর্ঘটনার পর অমল সরকারকে জেলা হাসপাতালে রেফার করা হয়। তাকে রেফার করা হয় কৈলাসহর জেলা হাসপাতালে। বর্তমানে তিনি জেলা হাসপাতালে

চিকিৎসাধীন। কু মারঘাট হাসপাতালের চিকিৎসক জানান, প্রাথমিক চিকিৎসায় দেখা গেছে অমল সরকারের বুকে আঘাত লেগেছে। তারা সন্দেহ করছেন তার মস্তিষ্কেও আঘাত লাগতে পারে। এমনকী চোখেও আঘাত লেগেছে বলে তিনি জানান। তাই উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে জেলা হাসপাতালে রেফার করা হয়। দুর্ঘটনার পর অমল সরকারকে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসেন।

## পরিদর্শনে জেলাশাসক ও সভাধিপতি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বঙ্গনগর, ৪ ফেব্রুয়ারি।। বাম আমলেই অনেক নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়ে গেলেও সেগুলো এখনও উল্লোহন হয়নি। তারপরেও অনেক নির্মাণ কাজ হয়েছে সেইগুলিও উল্লোহনের অপেক্ষায় আছে। শুক্রবার সিপাহিজলা জেলার জেলাশাসক বিশ্বশ্রী বি এবং সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস কয়েকটি নবনির্মিত ভবন পরিদর্শন করেন। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বঙ্গনগর সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, কৃষি বিষয়ক অফিস, মতিনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং প্রাণী চিকিৎসালয়। প্রত্যেকটি ভবনের নির্মাণ কাজ প্রায় শেষ। তাই খুব শীঘ্রই একে একে সেগুলি উল্লোহন করা হবে বলে জানা গেছে। অনেকে আবার অবশ্য বরেন্দ্র, বিনাসনড়া নির্বাচন আরও এগিয়ে আসলেই হয়তো উল্লোহনের ধুম পড়বে। সেই কারণেই কি তাহলে এতদিন ধরে একটি ভবনেরও উল্লোহন হয়নি? কারণ যাই হোক, যত দ্রুত নবনির্মিত ভবনগুলির উল্লোহন হবে ততই উপকৃত হবেন সাধারণ মানুষ।

## রড বোম্বাই গাড়ি দুর্ঘটনাগ্রস্ত

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ফটিংকরায়, ৪ ফেব্রুয়ারি।। রড বোম্বাই গাড়ি দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয় কুমারঘাট-কৈলাসহর সড়কের সোনাইমুড়ি এলাকায়। গাড়িটি কৈলাসহর থেকে রড নিয়ে কুমারঘাটে আসছিল। সিদংছড়া আসার পর চালক কোন কারণে

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। তাই গাড়িটি রাস্তার পাশে খাদে পড়ে যায়। দুর্ঘটনায় আহত হন গাড়ির চালক। তাকে উদ্ধার করে কুমারঘাট হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের কথা অনুযায়ী দুর্ঘটনায় গাড়ি চালক অল্পেতে প্রাণে রক্ষা পেয়েছেন।

## জীবন বাজি তবু নেই পারিশ্রমিক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, গভাছড়া, ৪ ফেব্রুয়ারি।। করোনা মোকাবেলার জন্য রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে চুক্তিবদ্ধভাবে অস্থায়ী অনেক কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে। তাদের মধ্যে অনেকে ইতিমধ্যে কাজ হারিয়ে ফেলেছেন। অনেকে আবার কাজ থেকেই কাজ ছেড়ে দেন। কারণ একটাই পারিশ্রমিক বঞ্চনায়। ২০২০ সালের ২ জুন গভাছড়া মহকুমা হাসপাতালে চুক্তির ভিত্তিতে কাজে যোগ দিয়েছিলেন লিপি চাকমা। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত তার কাজের সময়সীমা ছিল। কিন্তু কাজে যোগ দেওয়ার পর থেকে তিনি ১ টাকাও পারিশ্রমিক পাননি বলে অভিযোগ। যে কারণে গত নভেম্বরে তিনি কাজ ছেড়ে দেন। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে লিপি চাকমা জানান, প্রথমে তাকে বলা হয়েছিল এক-দু'মাসের মধ্যে বেতন মিটিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু দু'তিন মাস পার হয়ে গেলেও



তিনি বেতন পাননি। তখনই মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে ছুটে আসেন। আধিকারিকের সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন লিপি চাকমা। তার কথা অনুযায়ী স্বাস্থ্য আধিকারিক তাকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন তার নথিপত্র জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের অফিসে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু কেন বেতন হচ্ছে না তা তিনি বলতে পারছেন না। এদিকে, লিপি চাকমা জানতে পেরেছেন তার নথিপত্র সিএমও অফিস থেকে জেলাশাসকের অফিস এবং পরবর্তী সময় স্বাস্থ্য দফতরের প্রধান কার্যালয়ে পাঠানো হয়। এরপর নভেম্বরে স্বাস্থ্য দফতর থেকে লিপি চাকমাকে বলা হয় তার নথিপত্র ঠিক নেই। আবার নতুন করে তিনি নথিপত্র জমা দেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত তিনি ১ টাকাও পারিশ্রমিক পাননি। এখন নাকি স্বাস্থ্য দফতরে ফোন করলে তা কেউই রিসিভ করছেন না। এমনতাবস্থায় তিনি মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। যে পরিস্থিতিতে লিপি চাকমাকে কাজে যোগ দিয়েছিলেন ওই সময়ে করোনার সংক্রমণ অত্যধিক বেশি ছিল। এক কথায় জীবন বাজি রেখেই তিনি পরিশ্রম দিয়েছিলেন। কিন্তু তার বিনিময়ে যে পারিশ্রমিক পাওয়ার কথা ছিল, তার কিছুই হাতে পাননি। লিপি চাকমা শুধুমাত্র একজন বন, তার মত আরও অনেকেই এভাবে মাসের পর মাস কাজ করেও টাকা হাতে পাননি বলে অভিযোগ। একই ধরনের অভিযোগ উঠে এসেছিল চুরাইবাড়ি গেটে কর্মরত টেস্টিং সেন্টারের কর্মীদের তরফেও। সেখানেও অনেকে পারিশ্রমিক না পেয়ে কাজ ছেড়ে দিয়েছিলেন।

Notice inviting e-tender	
<b>PNIE-T-60/EE/RD/BSGD/SP/J/2021-22/6161, dt. 02-02-2022</b> The Executive Engineer, R.D. Bishramganj Division, Bishramganj, Sepahijala District, Tripura invites e-tender from eligible bidders upto <b>3.00 P.M. on 16.02.2022</b> for following works. i) Upgradation of Kalikhol HSC under Sonamura under Sepahijala Tripura district into Health & wellness centre under NHM during the year 2020-21 under Kathalia RD Block ii) Upgradation of Latiachara Health Sub Centre under Bishramganj PHC Latiachara ADC villager under Jampujila RD Block. iii) Upgradation of 3(Three) nos Health Sub Centre of Jaganathbari, Padmininagar & East Nalchar under Nalchar RD Block under Sepahijala Tripura district into Health & Wellness Centre under NHM during the year 2021-22 iv) Upgradation of 2(Two) nos Health Sub Centre of Rabindranagar & South Paharpur under Kathalia RD Block under Sepahijala Tripura district into Health & Wellness Centre under NHM during the year 2021-22 v) Upgradation of 4(Four) nos Health Sub Centre of Taijiling, Chandamura, Kaliram & Poangbari under Nalchar RD Block under Sepahijala Tripura district into Health & Wellness Centre under NHM during the year 2021-22 vi) Upgradation of Chaigaria Health Sub Centre under Thelakung PHC Jampujila under Jampujila RD Block. (PWD SoR 2020) vii) Upgradation of 3(Three) nos Health Sub Centre of Durgapur, Bijoyagar & Dhanirampur under Boxanagar RD Block under Sepahijala Tripura district into Health & Wellness Centre under NHM during the year 2021-22. viii) Upgradation of 2(Two) nos Health Sub Centre of Banshibari & Purba Laxmibill under Bishalgarh RD Block under Sepahijala Tripura district into Health & Wellness Centre under NHM during the year 2021-22 ix) Upgradation of 2(Two) nos Health Sub Centre of Kulubari & Dakshin Kalamchowra under Boxanagar RD Block under Sepahijala Tripura district into Health & Wellness Centre under NHM during the year 2021-22. x) Mtc. & renovation of 2(Two) nos Health Sub Centre of South Taibandal & Chandul under Mohanbhog RD Block under Sepahijala Tripura district. xi) Mtc. of 2(Two) nos Health Sub Centre of Bhatibari & Ramnagar under Bishalgarh & Charilam RD Block under Sepahijala Tripura district. xii) Upgradation of Herma Health Sub Centre under Bishramganj PHC under Sepahijala Tripura district into Health & Wellness Centre under NHM during the year 2021-22. For details visit website- <a href="https://tripuratenders.gov.in">https://tripuratenders.gov.in</a> and contact at M-9436130666. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.	
Sd/- Illegible ( <b>Ex. Kajar Dey</b> ) Executive Engineer R.D. Bishramganj Division Bishramganj, Sepahijala District, Tripura	ICA-C-3604-22



## এক নজরে চাকরির খবর

<div><div><div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div></div></div></div> <div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div></div>
---

## ত্রিপুরার আট জেলায় রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কে উচ্চমাধ্যমিক পাশ থেকে কর্মী নিয়োগ

**কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।।** ত্রিপুরার আট জেলায় অবস্থিত রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কে পিওন পদে নিয়োগের জন্য ডাকযোগে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ : ১৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা : উচ্চমাধ্যমিক পাশ, বয়স : ১৮-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), ডাকযোগে অর্থাৎ স্পিড পোস্ট/ রেজিস্ট্রি পোস্টে দরখাস্ত পৌঁছানোর শেষ তারিখ ১৭ ফেব্রুয়ারি, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। অফিস মেমো রেফা - পিএনবি/ সিওএ/ এইচআরডি/ এডিভি/ ১৩৫৭/২২, তারিখ ০৩-০২-২০২২
সেহামুলে ‘পিএনবি’-এর ডিজিএম এন্ড সার্কেল হেড কর্তৃক প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তিতে এই শূন্যপদের কথা জানিয়ে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। মোট কথা, রাজ্যের আট জেলায় অবস্থিত পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের বিভিন্ন শাখার জন্য পিওন পদে লোক নিয়োগের জন্য ডাকযোগে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ : ১৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা : অন্ততপক্ষে এবং সর্বোচ্চ উচ্চমাধ্যমিক পাশ। বয়স : ১৮-২৪ বছর (বিশেষ ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ছাড় রয়েছে), ডাকযোগে বিশেষ করে স্পিড পোস্ট অথবা রেজিস্ট্রিকৃত পোস্টের মাধ্যমে এনানভাবে দরখাস্ত পাঠাতে হবে অবশ্যই মোতা ১৭ ফেব্রুয়ারি, বিকেল ৫টার মধ্যে নির্দিষ্ট ঠিকানায় পৌঁছায়। বাছাই হবে মেধাভিত্তিক। তবুও বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে। উপযুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতার পাশাপাশি, ০১-০১-২০২২ তারিখের হিসেবে নির্দিষ্ট বয়সের সীমারেখায় থাকলে স্পিড পোস্ট বা রেজিস্ট্রি পোস্টে দরখাস্ত পাঠাতে পারেন, নির্দিষ্ট ঠিকানায়। অন্য কোনও উপায়ে যেমন, সরাসরি, সাধারণ ডাকযোগে অথবা অনলাইনে দরখাস্ত গ্রহনযোগ্য হবে না। দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র বায়েডেটার, তবে এর আগে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, নির্দিষ্ট ফর্ম ভর্তিনোড়ি করে প্রিন্টআউটও করে নিতে পারেন। স্পিড পোস্ট বা রেজিস্ট্রি পোস্টে পাঠালে দরখাস্ত পৌঁছানোর শেষ তারিখও ১৭ ফেব্রুয়ারি, বিকেল ৫টা। এই ঠিকানায় : The Chief Manager - HR, Punjab National Bank, Agartala Circle Office, Durgabari Road, Agartala, Tripura - 799001. বলা হলনা, দরখাস্ত ফিল-আপের আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তৈরি রাখবেন। পরীক্ষায় এবং

## রাজ্য সরকারের গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের মিশনে ২৩৮ কো-অর্ডিনেটর নিয়োগ

**কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।।** ত্রিপুরা সরকারের অধীনে টিআরএলএম-এ অর্থাৎ ত্রিপুরা রুরাল লাইভলিহুড মিশনে অল্প ত্রি পুরা সার্ভিসেস লাইবালিটিস-এর প্রেক্ষাপটে লাইভলিহুড কো-অর্ডিনেটর (ফার্ম) , লাইভলিহুড কো-অর্ডিনেটর (লাইভস্টক), ক্লাস্টার কো-অর্ডিনেটর ইত্যাদি বিভিন্ন পদে লোক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। যদিও এই নিয়োগের পুরো দায়িত্ব ‘সফেম’ অর্থাৎ সোসাইটি ফর এন্টারপ্রেনারশীপ ডেভেলপমেন্ট এর হাতে। অফিস মেমো নং এসইডি/ ১৫এসটিডি/ টিআরএলএম/ ১(১১৫)/ ২০২১/ ৪৩০৭ তারিখ ০১-০১-২০২২ সেহামুলে ‘সফেদ’-এর মেম্বর সেক্রেটারি কর্তৃক প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তিতে এই শূন্যপদের কথা জানিয়ে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। মোট কথা, টিআরএলএম-এ অর্থাৎ ত্রিপুরা রুরাল লাইভলিহুড মিশনে লাইভলিহুড কো-অর্ডিনেটর (ফার্ম), লাইভলিহুড কো-অর্ডিনেটর (লাইভস্টক), ক্লাস্টার কো-অর্ডিনেটর ইত্যাদি বিভিন্ন পদে

লোক নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ : ২৩৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা : গ্রাডুয়েট বা স্নাতক ডিগ্রি পাশ, বয়স : অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৮ ফেব্রুয়ারি, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। উপযুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং আশীশ্বরী অভিজ্ঞতার পাশাপাশি, ০৮-০২-২০২২ তারিখের হিসেবে নির্দিষ্ট বয়সের সীমারেখায় থাকলে অনলাইনে দরখাস্ত জমা করতে পারেন, এঁদের নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে লগ্ অন করে। প্রার্থিবাছাই হবে কমন এপটিটিউড টেস্ট, গ্রুপ ডিসকালন, পার্সোনাল ইন্টারভিউ, রুরাল এটাচমেন্ট টেস্ট ইত্যাদির মাধ্যমে। পরীক্ষার দিনক্ষণ ও স্থান স্থির হয়নি। নির্ধারিত সময়ে কল লেটারে সমস্ত কিছু জানানো হবে। এসএমএস-এ কল লেটারের কথা জানানো হলে তা ডাউনলোড করে নিলেই সমস্ত তথ্য জেনে নেওয়া যাবে। দরখাস্ত পাঠানোর কৌশল ও নিয়মকানুন সহ এই বিজ্ঞপ্তির পুরো বিবরণ পাবেন এঁদের নিজস্ব ওয়েবসাইটে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাকিংয়ের মাধ্যমে প্রয়োজনে পরীক্ষার ফিজিমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে ‘হাই/হ্যালো’ লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত ‘কর্মবার্তা’ অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজা এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত যাবিত বিজ্ঞাপন বা জব্

● এরপর দুইয়ের পাঠায়

## সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

**কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।।** \* ইএসআইসি-তে স্পেশালিস্ট গ্রেড-৫ পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ : ১৫৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা : পিজি ডিগ্রি পাশ, বয়স : অনূর্ধ্ব ৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ ফেব্রুয়ারি, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। \* কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে ‘হাই/হ্যালো’ লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত ‘কর্মবার্তা’ অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজা এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর**, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত যাবিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্‌ অ্যাপ নম্বর। \* শিপ বিস্তার্স-এ **নন-এগ্রিকিউটিভ** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ : ১৫০১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা : আইটিআই, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়স : ১৮-৩৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৮ ফেব্রুয়ারি, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। \* ত্রিপুরা সরকারের অধীনে টিআরএলএম-এ **কো-অর্ডিনেটর** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ : ২৩৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা : গ্রাডুয়েট বা স্নাতক ডিগ্রি পাশ, বয়স : অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৮ ফেব্রুয়ারি, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। \* **বহিঃরাজ্য ট্রেনি ইঞ্জিনিয়ার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ : ৭৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা : বিই, বিটেক পাশ, বয়স : ২১-৪৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ ফেব্রুয়ারি, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। \* **রেল মন্ত্রকে এপ্রেক্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ : ১৫-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ ফেব্রুয়ারি, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। \* **কেন্দ্রীয় মন্ত্রকে এপ্রেক্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ : ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ ফেব্রুয়ারি, লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। \* **নিইগ্রিমস-এ রেসিডেন্ট ডক্টর** পদে নিয়োগের জন্য সরাসরি ইন্টারভিউর ব্যবস্থা করা হয়েছে। শূন্যপদ : ৬৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা : বিই, বিটেক পাশ, বয়স : অনূর্ধ্ব ৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ ফেব্রুয়ারি, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ ফেব্রুয়ারি, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

\* র‍াষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কে **ম্যানেজার**

পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে।

শূন্যপদ : ২২০টি, শিক্ষাগত

যোগ্যতা : যে-কোনও বিষয়ে

গ্রাডুয়েট বা স্নাতক ডিগ্রি পাশ,

কিন্নাপে অভিজ্ঞতা থাকলে

অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স : ২৫-৪৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে

নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),

অনলাইনে দরখাস্তের শেষ

তারিখ ১৪ ফেব্রুয়ারি,

বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে

জানানো হবে।

\* ত্রিপুরা সরকারের সমাজ

কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের

অধীনে **সুপারভাইজর** পদে

টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে,

নিয়োগের জন্য অনলাইনে

দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে।

শূন্যপদ : ৩৬টি, শিক্ষাগত

যোগ্যতা : বিএ/ বিকম/

বিএসসি/ বিসিএ/ বিই/

বিটেক ... ইত্যাদি গ্রাডুয়েট

ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও

কড়াকড়ি নেই, তবে বাংলা/

ককবরক ভাষা জানা সহ কিছু

বাঙ্কনীয় যোগ্যতা প্রয়োজন,

বয়স : ১৮ - ৪০ বছর (বিশেষ

ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী

৫ বছরের ছাড় রয়েছে),

অনলাইনে দরখাস্ত জমার শেষ

তারিখ ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত

বাড়ানো হয়েছে, রাজ্যের ৫টি

শহরে লিখিত পরীক্ষা, তারিখ

পরে জানানো হবে।

\* ইএসআইসি-তে **এমটিএস,**

(সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী

ছাড় রয়েছে), অনলাইনে

দরখাস্তের শেষ তারিখ ৮

ফেব্রুয়ারি, বাছাইকৃতদের

ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ

কল লেটারে জানানো হবে।

\* ত্রিপুরা সরকারের অধীনে

টিআরএলএম-এ **কো-**

**অর্ডিনেটর** পদে নিয়োগের

জন্া অনলাইনে দরখাস্ত জমা

নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ : ২৩৮টি,

শিক্ষাগত যোগ্যতা : আইটিআই পাশ,

বয়স : ১৫-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে

নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),

অনলাইনে দরখাস্তের শেষ

তারিখ ১৬ ফেব্রুয়ারি,

বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর

কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে

জানানো হবে।

\* ইন্ডিয়ান নেভি-তে **সার্ট**

**সার্ভিস কমিশন, এগ্রিকিউটিভ, আইটি** পদে

নিয়োগের জন্য অনলাইনে

দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে।

শূন্যপদ : ৫০টি, শিক্ষাগত

যোগ্যতা : উচ্চমাধ্যমিক, ডিগ্রি

পাশ, বয়স : ১৮-২৫ বছর

(সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী

ছাড় রয়েছে), অনলাইনে

দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০

ফেব্রুয়ারি, লিখিত পরীক্ষা ও

ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ

কল লেটারে জানানো হবে।

\* নিইগ্রিমস-এ **রেসিডেন্ট**

**ডক্টর** পদে নিয়োগের জন্য

সরাসরি ইন্টারভিউর ব্যবস্থা

করা হয়েছে। শূন্যপদ : ৬৫টি,

শিক্ষাগত যোগ্যতা : বিই,

এমবিবিএস, এমডি, পিজি

পাশ, বয়স : অনূর্ধ্ব ৪৫ বছর

(সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী

ছাড় রয়েছে), অনলাইনে

দরখাস্তের আবশ্যকতা নেই,

ওয়ার্ক-ইন-ইন্টারভিউর

মাধ্যমে সরাসরি নিয়োগ করা

হচ্ছে। শূন্যপদ : ১০৩টি, শিক্ষাগত

যোগ্যতা : বিই, বিটেক পাশ,

অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার

পাবেন, বয়স : ২১-৪৮ বছর

(সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী

ছাড় রয়েছে), অনলাইনে

প্রার্থিবাছাই হবে লিখিত পরীক্ষা, অভিজ্ঞতা ও ট্রেড টেস্টের মাধ্যমে। পরীক্ষার

দিনক্ষণও স্থান স্থির হয়নি। নির্ধারিত সময়ে কল লেটারে সমস্ত কিছু জানানো হবে। এসএমএস-এ

কল লেটারের কথা জানানো হলে তা ডাউনলোড করে নিলেই সমস্ত তথ্য জেনে নেওয়া

যাবে। দরখাস্ত পাঠানোর কৌশল ও নিয়মকানুন সহ এই বিজ্ঞপ্তির পুরো বিবরণ পাবেন এঁদের

নিজস্ব ওয়েবসাইটে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা,

● এরপর দুইয়ের পাঠায়



# উত্তেজক ম্যাচে জয়ী বীরেন্দ্র ক্লাব



**প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ ফেব্রুয়ারি**ঃ সিনিয়র লিগের উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচে জয়ী হলো বীরেন্দ্র ক্লাব। শুক্রবার উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে তারা ৩-২ গোলে পরাস্ত করলো টাউন ক্লাবকে। ৯০ মিনিট ধরে ম্যাচের পাশ্চা বার বার উঠানামা করলো। দুই দলের হয়েই মাঠে নামে সিংহভাগ জুনিয়র ফুটবলার। ফলে ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণ এবং পাল্টা আক্রমণে ম্যাচ জমে উঠে। সারাদিন ধরেই ছিল হাঙ্গা মেঘ। ম্যাচ চলাকালীন শুরু হয় বিবিরের বৃষ্টি। স্বভাবতই পড়ন্ত শীতের যোগে এদিন ম্যাচ দর্শক সংখ্যা ছিল নগণ্য। মাঠও কিছুটা ভিজে

ছিল। যদিও দুই দলের ফুটবলারদের ক্ষেত্রে সেটা কখনও প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়ায়নি। ইতিমধ্যেই টাউন ক্লাব অবনমন বাঁচিয়ে ফেলেছে। অন্যদিকে, সুপারের দৌড়ে নিজেদের আশা জ্বিইয়ে রাখতে হলে এদিনের ম্যাচ জেতা বেশ জরুরি ছিল। ফলে জয়ের তাগিদ ছিল বীরেন্দ্র ক্লাবের বেশি। শেষ পর্যন্ত জয় নিয়েই তারা মাঠ ছাড়লো। সাত ম্যাচে ১০ পয়েন্ট পেয়ে প্রাথমিক লিগ শেষ করলো। যদিও সুপারে যাওয়া এখনও নিশ্চিত নয়। ফরোয়ার্ড ক্লাবের দুইটি ম্যাচ বাকি আছে। তাদের এখন তাকিয়ে থাকতে হবে ফরোয়ার্ড ক্লাবের দিকে। তবে স্থানীয় ফুটবলারদের

নিয়ে বেশ ভালো ফুটবল উপহার দিয়েছে এবার বীরেন্দ্র ক্লাব। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, দলের সাতজন ফুটবলার অনুর্ধ্ব ২১ পর্যায়ের। কলকাতা এবং মিজোরামের দুই ফুটবলারকে বাদ দিলে বাকি প্রত্যেকেই স্থানীয়। এদেরকে নিয়েই এবার দুর্দান্ত লড়াই করলো বীরেন্দ্র ক্লাব। উল্লেখ করতে হবে টাউন ক্লাবের কথাও। প্রথমদিকে আর্থিক সমস্যার কারণে দল নামানো নিয়েই চিন্তায় ছিল তারা। শেষ পর্যন্ত কোনক্রমে দল গঠন করতে সক্ষম হয়। সেই দলটিই সিনিয়র লিগে বেশ ভালো ফুটবল উপহার দিলো। খেতাবি দৌঁড়ে বেল না তবে অবনমন বাঁচানোর ক্ষেত্রে

তারা সফল হয়। এদিন ম্যাচের ১৯ মিনিটে বনবীর কলই-র গোলে এগিয়ে যায় টাউন ক্লাব। কয়েক বছর আগেও রাজ্যের ফুটবলে বেশ বড় নাম ছিল বনবীর। কিন্তু ফুটবল প্রতিভার যথার্থ বিকাশ ঘটাতে পারেনি। এই বছর কিন্তু ফিরে আসার ইঙ্গিত দিয়েছে বনবীর। বেশ কয়েকটি ভালো মানের গোল করেছে। এদিনের টাউন ক্লাবকে বুদ্ধিদীপ্ত গোলে এগিয়ে দেয় বনবীর। গোল হজম করার পর তেড়েফুঁড়ে আক্রমণে যায় বীরেন্দ্র ক্লাব। বেশ কিছু আক্রমণ তারা তুলে আনে টাউন ক্লাবের বক্সে। ৩৪ মিনিটে তাদেরকে সমতায় নিয়ে আসে সোয়ারাহিপেন হালাম। ২ মিনিট পর বীরেন্দ্র ক্লাবকে ২-১ গোলে এগিয়ে দিলো লালনুনরুই ডার্লং। প্রথমার্ধে ২-১ গোলে এগিয়ে থাকা বীরেন্দ্র ক্লাব দ্বিতীয়ার্ধেও আক্রমণাত্মক মনোভাব বজায় রাখে। ৬৩ মিনিটের ব্যবধান ৩-১ করে এলটন ডার্লং। ২ মিনিট পর টাউন ক্লাবের হয়ে ব্যবধানে কমায এল ডার্লং। ম্যাচের বাকি সময়ে দুই দলের সাময়ি গোল করার সুযোগ এসেছিল। তবে আর গোল হয়নি। শেষ পর্যন্ত ৩-২ গোলে ম্যাচটি জিতে নিলো বীরেন্দ্র ক্লাব। রেফারি বিংশজিং দাস বীরেন্দ্র ক্লাবের স্টিফেন পল ডার্লং-কে হলদু কার্ড দেখিয়েছেন।

### শিবিরে গরহাজির তিন ক্রিকেটার

**প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ ফেব্রুয়ারি**ঃ সিকে নাইডু টুফির লক্ষ্যে কন্ডিশনিং ক্যাম্প শুরু হয়েছে গত ২৯ জানুয়ারি থেকে। শিবিরে ৪৪ জন ক্রিকেটারকে ডাকা হয়েছে। তবে শুক্রবার পর্যন্ত ৪১ জন ক্রিকেটার শিবিরে যোগ দিয়েছে। জয়কিষাণ সাহা, অ পূর্ব বিশ্বাস এবং দেবপ্রসাদ সিনহা এখনও শিবিরে যোগ দেয়নি। শুধু তাই নয়, তারা নাকি শিবিরে যোগ না দেওয়ার কোন কারণই জানায়নি।

### সীমিত ওভারের সিরিজ খেলতে বাংলাদেশ সফরে আফগানিস্তান

ঢাকা, ৪ ফেব্রুয়ারি।। বাংলাদেশে সীমিত ওভারের সিরিজ খেলতে আসবে আফগানিস্তান। ফেব্রুয়ারি এবং মার্চে তিনটি এক দিনের ম্যাচ এবং দু'টি টি-টোয়েন্টি খেলবে তারা। তবে স্টেডিয়ামে দর্শক প্রবেশ করতে দেওয়া হবে কিনা সে ব্যাপারে এখনও সিদ্ধান্ত নেয়নি বাংলাদেশ বোর্ড। করোনা বেড়ে যাওয়ার কারণে গত মাসেই বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ রুদ্ধ ঘারে করতে হয়েছে। জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে আফগানিস্তানের প্রস্তাবিত সফর অদ্ভুত কারণে ভেঙে গিয়েছে। ডিআরএস-এর জন্য নির্দিষ্ট সময়ে সম্প্রচারকারী জোগাড় করতে পারেনি সে দেশের বোর্ড। ডিসেম্বরে এই সিরিজ হওয়ার কথা থাকলেও তা ভেঙে যায় এমিক্রানের কারণে। আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় পা দেওয়ার কথা আফগানিস্তানের। তারা সিলেটে অনুশীলন করবে। এর পর চট্টগ্রামে যাবে সিরিজ খেলতে। ২৩ ফেব্রুয়ারি থেকে চট্টগ্রামে শুরু হবে সিরিজ। টি-টোয়েন্টি হবে ঢাকার শের-ই-বাংলা স্টেডিয়ামে, ৩ এবং ৫ মার্চ। এক দিনের সিরিজে বাংলাদেশ এবং আফগানিস্তান

●এরপর দুইয়ের পাতায়

# দর্শকহীন ইডেনেই হবে ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ টি-টোয়েন্টি সিরিজ

কলকাতা, ৪ ফেব্রুয়ারি।। করোনা পরিস্থিতিতে ঝুঁকি নিতে চাইছে না ভারতীয় ক্রিকেট কন্টোল বোর্ড। সেই কারণে ভারত ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ হবে দর্শকশূন্য ইডেন গার্ডেন্সে। সেই ম্যাচ ওলোয় সিএবি-র আধিকারিক ছাড়া কেউই উপস্থিত থাকবেন না। ৭৫ শতাংশ দর্শক নিয়ে ম্যাচ আয়োজনের অনুমতি আগে দিয়েছিল রাজ্য সরকার। কিন্তু ভারতীয় ক্রিকেট কন্টোল বোর্ড একেবারেই ঝুঁকি নিতে চাইছেন। ক্রিকেটারদের শরীর স্বাস্থ্য। সেই কারণেই বোর্ড প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন, “সরকারিভাবে জানিয়ে

দিতে চাই, ইডেন গার্ডেন্সে তিনটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচের জন্য কোনও দর্শককে প্রবেশাধিকার দেওয়া হচ্ছে না। সাধারণ মানুষকেও দেওয়া হবে না কোনও টিকিট। কেবলমাত্র সিএবি আধিকারিক এবং বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিদের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে।” সৌরভ আরও বলেছেন, “এই সময়ে দর্শকদের প্রবেশের অনুমতি দিয়ে খেলোয়াড়দের ঝুঁকির মুখে ফেলতে পারব না। আজীবন ও স্বদেশপী সাধনাদের জন্য যে স্ট্যান্ড, তার জনও টিকিট দেওয়া হচ্ছে না। রাজ্য সরকারের ছাড়পত্র পাওয়া গিয়েছে কিন্তু ক্রিকেটারদের শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে ঝুঁকি নিতে চাই না আমরা।” এদিকে ওয়েস্ট ইন্ডিজের

বিরুদ্ধে ওয়ানডে সিরিজের বল গড়ানোর আগেই করোনার থাবা ভারতীয় শিবিরে। আরটি পিসিআর টেস্টে রিপোর্টজটিও এসেছে অস্বস্তি আশে। গায়কোয়াজ এবং শ্রেয়াস অহিয়ারের। ইতিমধ্যেই আইসোলেশনে পাঠানো হয়েছে শিবিরে। তবে স্ক্রেনারলার্স গ্রােখ দলের শিবিরে থাকলেও সিরিজ কিন্তু বাতিল হচ্ছে না। দলে সুসেছেন দিশান কিষাণ। সূচি অনুযায়ী, চলতি মাসের ৬ তারিখ প্রথম ওয়ানডে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ম্যাচ ৯ ও ১১ তারিখ। নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে হবে তিনটি ওয়ানডে ম্যাচ। আর সেখানেও দর্শকহীন অবস্থায় খেলবে ভারত ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

লন্ডন, ৪ ফেব্রুয়ারি।। অ্যাশেজে লঙ্ডাজনক ভাবে সিরিজ হারার পরেই ছেঁটে ফেলা হল ইংল্যান্ডের কোচ ক্রিস সিলভারউড। সম্প্রতি অ্যাশেজে সিরিজে অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে ০-৪ ব্যবধানে হেরেছে জো রুটের দল। অল্পের জন্য চুনকাম হওয়ার হাত থেকে বেঁচেছে তারা। দলের খারাপ অবস্থার জন্য কাঁচগড়ায় তোলা হল কোচকেই। ইংল্যান্ড বোর্ডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর পদ থেকে আরের দিনই সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল প্রাক্তন ক্রিকেটার অ্যাশলে জাইলসকে। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন আর এক প্রাক্তন ক্রিকেটার অ্যাড্ড স্ট্রস। দায়িত্ব নিয়েই আগে কোচকে সরিয়ে দিলেন তিনি। নতুন কোচ

## শেষবেলোয় সুপারের লড়াইয়ে চমক

**প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ ফেব্রুয়ারি**ঃ শুক্রবার টাউন ক্লাবকে হারিয়ে সুপারে যাওয়ার ক্ষীণ আশা জাগিয়ে তুলেছে বীরেন্দ্র ক্লাব। ফরোয়ার্ড ক্লাবের আগতত পয়েন্ট ৯। ফরোয়ার্ড ক্লাবের বাকি আরও দুইটি ম্যাচ। অর্থাৎ দুই ম্যাচ থেকে ২ পয়েন্ট পেলে ফরোয়ার্ড ক্লাবই সুপারে চলে যাবে। অন্যদিকে, বীরেন্দ্র ক্লাবকে ১০ পয়েন্ট পেয়ে আসর থেকে বিদায় নিতে হবে। স্বভাবতই তাদের কোচ এবং কর্মকর্তারা বেশ হতাশ। প্রাথমিকভাবে কর্মকর্তাদের লক্ষ্য ছিল, অবনমন বাঁচানো। তবে কোচ জোর দিয়ে বলেছিলেন, অবনমন তো বাঁচবেই এমনকি সুপারেও যেতে পারে বীরেন্দ্র ক্লাব। যদিও সেই আশা সম্ভবত পূর্ণ হবে না। তারপরও দলের পারফরম্যান্সে সমুদ্রস্থি ব্যস্ত করেছেন দলের কোচ সজিত ঘোষ। ফুটবলাররা ধারাবাহিকভাবে ভালো খেলেছে। শুধুমাত্র বাজে রেফারিং এবং অবৈজ্ঞানিক ক্রীড়া সূচির খেসারত দিতে হয়েছে দলকে। তিন থেকে চারটি ম্যাচে বাজে রেফারিং-র শিকার হতে হয়েছে বীরেন্দ্র ক্লাবকে। অযথা তাদের ফুটবলারকে লাল কার্ড দেখানো হয়েছে। ন্যায্য পেনাল্টি দেওয়া হয়নি তাদের পক্ষে। অন্যদিকে, বীরেন্দ্র ক্লাবের প্রতিপক্ষ দলগুলি আগাগোড়া সুবিধা পেয়ে এসেছে। এক সপ্তাহের মধ্যে বন্দি ম্যাচ খেলতে হয়েছে বীরেন্দ্র ক্লাবকে। প্রথম ডিভিশনের মতো একটি কঠিন লিগে এই ধরনের অবৈজ্ঞানিক ক্রীড়া সূচির শিকার হতে হয়েছে তাদেরকে। কোচ প্রশ্ন তুলেছেন, তাদের মতো অন্য কোন দলকে কেন এক সপ্তাহে তিনটি ম্যাচ খেলতে হয়নি? মূলতঃ এসব কারণেই সম্ভাবনাময় বীরেন্দ্র ক্লাব এবার সুপারে যেতে পারালো না বলা তিনি মনে করেন। দলের দুই উইঙ্গার লালনুনরুই ডার্লং এবং সাম্পুই হালাম এবারের আবিষ্কার বলে তিনি মনে করেন। এই দুই ফুটবলারেরই ভবিষ্যৎ অত্যন্ত উজ্জ্বল বলে মনে করেন তিনি। তিনি বিশ্বাস করেন যে, ঠিকঠাক রেফারিং হলে বীরেন্দ্র ক্লাব খুব সহজেই সুপারে যেতে পারতো। রেফারিং এবং ক্রীড়া সূচি দুইয়ে মিলেই বীরেন্দ্র ক্লাবকে ডুবিয়েছ বলে মনে করেন তিনি।

# আজ গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে মুখোমুখি ফরোয়ার্ড ক্লাব, রামকৃষ্ণ ক্লাব

**প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ ফেব্রুয়ারি**ঃ সিনিয়র লিগের গুরুত্ব পূর্ণ ম্যাচে আগামীকাল মুখোমুখি হবে ফরোয়ার্ড ক্লাব এবং রামকৃষ্ণ ক্লাব। আসর শুরুস আগে ফরোয়ার্ড ক্লাবকে সবাই অন্যতম ফেভারিটের মর্যাদা দিয়েছিল। যদিও রামকৃষ্ণ ক্লাবকে কেউই সেভাবে গুরুত্ব দেয়নি। কিন্তু আসর শুরু হতেই দেখা গেলো সব অনুমানকেই উল্টে দিয়েছে রামকৃষ্ণ ক্লাব। দুই ম্যাচ ব্যাক থাকতেই প্রথম দল হিসাবে তারা সুপারে জায়গা পাকা করেছে। মূলতঃ উত্তরবঙ্গ থেকে আগত ফুটবলারদের অনবদ্য পারফরম্যান্স রামকৃষ্ণ ক্লাবকে আজ অন্যতম ফেভারিটের আসনে বসিয়েছে। এখনও পর্যন্ত লিগে একমাত্র অপরাজিত দল তারা। এইই মাঠে আইএসএল খ্যাত দুই ফুটবলার টুলুঙ্গা এবং লালনুন ফেলা-কে নিয়ে এসেছে তারা। এদের একজন ব্যঙ্গালুরু এফসি এবং অপরজন এফসি গোয়ার হয়ে আইএসএল খেলেছে। স্বভাবতই আগামীকাল শক্তি বৃদ্ধি করেই তারা মাঠে নামছে। শুরুর দিকে ফেভারিটের মর্যাদা পেলেও এগিয়ে চল সংঘের পর লালবাহাদুরের কাছে হেরেও কিছুটা বেকায়দায় বড় বাজেটের ফরোয়ার্ড ক্লাব। সুপারে যাওয়াই এখনও নিশ্চিত করতে পারেনি। দুই বিদেশির পাশাপাশি ভিনারাজ্যের কয়েকজন ফুটবলারকে নিয়ে দল গড়েও

নিশ্চিত নয় তারা। আগামীকাল রামকৃষ্ণ ক্লাবের বিরুদ্ধে খেলতে হবে ফরোয়ার্ড ক্লাবকে। ফরোয়ার্ডের হাতে আরও একটি ম্যাচ রয়েছে। শেষ ম্যাচে তাদের প্রতিপক্ষ ত্রিপুরা পুলিশ। অর্থাৎ ফুটবল বোঝার মনে প্রতিপক্ষের পর্যন্ত ফরোয়ার্ড ক্লাবই সুপারে যাবে। তবে ফুটবলপ্রেমীদের যতটা প্রত্যাশা ছিল ফরোয়ার্ড ক্লাবকে নিয়ে সেই প্রত্যাশা পূরণ করতে পারছে না তারা। দলের আক্রমণভাগ যথেষ্ট ভালো। কিন্তু সাপ্লাই লাইন বলতে কিছুই নেই। মাঝমাঠে একজন গেমমেকারের অভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই জায়গাতেই রামকৃষ্ণ ক্লাব বেগ দিতে পারে। নতুন দুই ফুটবলার ফেলা এবং টুলুঙ্গাকে বাদ দিলেও রামকৃষ্ণ ক্লাবের শক্তি বেশ সমীহ করার মতো। উত্তরবঙ্গের দুই ফুটবলার সতাম শর্মা এবং প্রবীণ সুব্বা ধারাবাহিক ভাবে ভালো খেলেছে। ফলে ফরোয়ার্ড ক্লাবের রক্ষণভাগকে অনেক সতর্ক থাকতে হবে। আসলে রতন কিশোর ছাড়া ডিফেন্সে সেভাবে ধারাবাহিক নয় কেউই। ফলে অধিকাংশ ম্যাচেই খেলার গতির বিরুদ্ধে আচমকা গোল হজম করতে হচ্ছে ফরোয়ার্ড ক্লাবকে। রামকৃষ্ণ ক্লাবের হয়ে কোন বিদেশি না নামলেও এটা নিশ্চিত যে, তারা ছেড়ে কথা বলবে না। ফরোয়ার্ডের সামনে তাই কঠিন লড়াই অপেক্ষা করছে।

# স্পোর্টস স্কুলের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তায় ক্রীড়াপ্রেমীরা

**প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ ফেব্রুয়ারি**ঃ করোনার তৃতীয় ঢেউয়ের কারণে রাজ্যের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গিয়েছে। অবস্থা এমনই হয়েছিল। প্রি-নার্সারি থেকে সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত পঠনপাঠন সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল। আপাতত সরকারি তরফে মনে হয়েছে পরিস্থিতি কিছুটা অনুকূল। তাই গত ৩১ জানুয়ারি থেকে পঠনপাঠন ফের স্বাভাবিক হয়েছিল। কিন্তু স্বাভাবিক হয়নি ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল। স্বভাবতই স্কুলের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তায় ক্রীড়াপ্রেমীরা। করোনার প্রথম দুই ধাপে স্পোর্টস স্কুলকে কোভিড কেয়ার ইউনিটে পরিণত করা

হয়েছিল। যার অনেক কুফল এখন ভুগতে হচ্ছে। স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গিয়েছে। অবস্থা এমনই দাঁড়িয়েছিল যে, ছাত্র-ছাত্রীদের শিগি পঠনপাঠন সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল। আপাতত সরকারি তরফে মনে হয়েছে পরিস্থিতি কিছুটা অনুকূল। তাই গত ৩১ জানুয়ারি থেকে পঠনপাঠন ফের স্বাভাবিক হয়েছিল। কিন্তু স্বাভাবিক হয়নি ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল। স্বভাবতই স্কুলের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তায় ক্রীড়াপ্রেমীরা। করোনার প্রথম দুই ধাপে স্পোর্টস স্কুলকে কোভিড কেয়ার ইউনিটে পরিণত করা

স্পোর্টস স্কুলে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। এই অন্ধকার কেটে কবে আলোর সন্ধান পাওয়া যাবে সেটাও নিশ্চিত নয়। অদ্ভুত দ্বিচারিতা সরকারি নির্দেশবলীতে। ক্রীড়াপ্রেমীদের প্রশ্ন, স্পোর্টস স্কুলের জন্য কি এবার থেকে তাহলে আলাদা নির্দেশবলী তৈরি হবে? একটি ফলদায়ক বৃক্ষকে দুই বছর আগেই কেটে ফেলা হয়েছিল। সেই বৃক্ষ এখন ফল দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে অবস্থা এতটাই গুরুতর যে এই স্কুল হয়তো অচিরেই বন্ধ করে দিতে হবে বলে আশঙ্কা ক্রীড়াপ্রেমীদের।

## শুরু হলো ক্রিকেট প্রিমিয়ার লিগ



**প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, ফটিকরায়, ৪ ফেব্রুয়ারি**ঃ শুক্রবার ক্রিকেট প্রিমিয়ার লিগের দুইটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হলো। প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হয় ক্রেজি আইএক্স এবং ফটিকছড়া। মাঠে ক্রেজি ২৯ রানে জয় পায়। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ক্রেজি ১০৫ রানে প্রথম ইনিংসে সর্বোচ্চ ৩৪ রান করে শুভ্রশঙ্খ বসাক। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ফটিকছড়া ৭৬ রান করে। শুভ্রশঙ্খ

ম্যান অফ দ্য ম্যাচ নির্বাচিত হয়েছে। দ্বিতীয় ম্যাচে জয়ী হয়েছে স্পার্টান। তারা ৩২ রানে হারিয়েছে আরএসজি স্টার-কে। নয়ন দেবনাথ-র ২০ রানের সৌজন্যে স্পার্টান প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ক্রেজি ৮৯ রানে। জবাবে আরএনজি স্টার ৫৭ রান করে। বিজয়ী দলের হয়ে ২টি উইকেট নেয় নয়ন। ম্যাচের সেবা ক্রিকেটার হয়েছে নয়ন।

## ক্রীড়া পর্যদ ব্যস্ত আরসিসি নিয়ে

# অর্ধ শতাধিক কোচিং সেন্টার আজ মুখখুবড়ে পড়ে আছে

**প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ ফেব্রুয়ারি**ঃ বাম আন্দোল ত্রিপুরা ক্রীড়া পর্যদের অধীনে বা নিয়ন্ত্রণে নাকি রাজ্যে প্রায় অর্ধ শতাধিক কোচিং সেন্টার ছিল। রাজ্য সরকার এবং সাই-র কোচ, পিঅাই ছাড়াও ক্রীড়া পর্যদের ওই সমস্ত কোচিং সেন্টারে চুক্তিবদ্ধ বা স্থির বেতনে কোচরা রয়েছেন বা ছিলেন। তবে রাজ্যে সরকারি বদলের পর নাকি কোচকে সেন্টারে এক হয় তালা পড়ছে নতুবা কোচ সরে গেছেন। অনেক সেন্টারে নাকি শাসক দলের (স্থানীয়) লোকদের আপত্তিতে বাম আন্দোল নিয়োগপ্রাপ্ত কোচরা আর কাজ করার সুযোগ পাননি। এই অবস্থায় বর্তমান সময়ে বাস্তবে রাজ্যে ক্রীড়া পর্যদের অধীনে ঠিক কয়টি কোচিং সেন্টার চালু রয়েছে তা নিয়ে ক্রীড়া মহলে প্রশ্ন। পাশাপাশি বাম আন্দোল প্রবীণ পর্যদের কোচিং সেন্টারগুলির মধ্যে যে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হতো তা

নাকি দীর্ঘ সময় ধরে বন্ধ বা বন্ধ করে রাখা হয়েছে। জানা গেছে, বাম আন্দোল ত্রিপুরা ক্রীড়া পর্যদের কোচিং সেন্টারগুলির মধ্যে যে খেলাধুলা হতো তা থেকে নাকি অনেক খেলোয়াড় উঠে এসেছে। কিন্তু মানিক সাহা-র পর অমিত রক্ষিত-র নেতৃত্বে রাজ্য ক্রীড়া পর্যদ নাকি ওই আন্তঃ কোচিং সেন্টারভিত্তিক কোন খেলাধুলা আর হয় না। কয়েকজন কোচ বলেন, ক্রীড়া পর্যদের ওই আন্তঃ কোচিং সেন্টার খেলা শুধু যে খেলোয়াড় তুলে আনতো তা নয়, এতে কার কোন সেন্টারে কতটা কাজ হচ্ছে, কোন কোচ কতটা ভালো কোচিং দিচ্ছে তাও বোঝা যেতো। এছাড়া মহকুমার কোচরাও অনেক কোচিং সেন্টার বন্ধ। এছাড়া অনেক কোচিং সেন্টারের নামে কোচ থাকলেও আসলে সেখানে কোচ নেই। এখানে আর্থিক অনিয়মও হতে পারে বলে অভিযোগ। অর্থাৎ কাগজপত্রে কোচের নামে প্রতি মাসে বেতন হলেও বাস্তবে তা ওই কোচই নেই। এছাড়া অভিযোগ, কোচিং সেন্টার নিয়ে ক্রীড়া পর্যদের বর্তমান কর্মির নাকি তেমন কোন উদ্যোগ নেই। কোচিং সেন্টারগুলির উন্নতি নিয়ে

সময়ে আসলে ক্রীড়া পর্যদের ঠিক কয়টি কোচিং সেন্টার চালু আছে তা বলবে কে? কয়টি স্বেচ্ছা ঠিকভাবে কোচিং হচ্ছে তা বলবে কে? আসলে বর্তমান সময়ে ক্রীড়া পর্যদের কাজকর্মই যত সব উদ্ভট। ক্রীড়া পর্যদের খাতায় যতগুলি কোচিং সেন্টার চালু আছে বলে দাবি করা হচ্ছে বাস্তবতা তা নয়। বাস্তবে অনেক কোচিং সেন্টার এখন বন্ধ। এছাড়া অনেক কোচিং সেন্টারের নামে কোচ থাকলেও আসলে সেখানে কোচ নেই। এখানে আর্থিক অনিয়মও হতে পারে বলে অভিযোগ। অর্থাৎ কাগজপত্রে কোচের নামে প্রতি মাসে বেতন হলেও বাস্তবে তা ওই কোচই নেই। এছাড়া অভিযোগ, কোচিং সেন্টার নিয়ে ক্রীড়া পর্যদের বর্তমান কর্মির নাকি তেমন কোন উদ্যোগ নেই। কোচিং সেন্টারগুলির উন্নতি নিয়ে



# জমি দখলে শাসক নেতারা

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ ফেব্রুয়ারি।। জমি দখলের প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। শাসকদলের ব্যানার গায়ে মেখে এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছেন দুর্ভৃত্তারা। দল ভাগ করেই স্থানীয় চুনোপুটি কয়েকজন মাতব্বর নেতা জড়িত হয়ে পড়েছেন জমি দখলে। জোর করেই মন্দির স্থাপন অথবা অন্য কোনও বাহানায় জমি দখল নিচ্ছেন তারা। থানায় অথবা শাসকদলের প্রভাবশালী নেতাদের জানিয়েও বিচার পাচ্ছেন না সাধারণ নাগরিকরা। এই ধরনের অভিযোগ তুলেছেন পশ্চিম ভুবনবনের বাসিন্দা কুমুদ চন্দ্র সরকার। পশ্চিম ভুবনবনেই তার ১২ গন্ডা জায়গা দখল নিতে উঠে পড়ে লেগেছেন কিছু বিজেপি নামধারী দুর্ভৃত্ত। এরা আবার পশ্চিম ভুবনবন এলাকায় নিজেদের প্রভাবশালী বিজেপি নেতা বলেই পরিচয় দিয়ে থাকে। তাদের বিরুদ্ধে থানা পুলিশ অথবা জেলাস্তরের বিজেপির নেতারা কোনও কথা বলেন না। বাধ্য হয়ে শুক্রবার এই নেতাদের বিরুদ্ধে মুখ



খুলেছেন কুমুদ চন্দ্র সরকার। তিনি সাংবাদিক ডেকে নিজের অভিযোগগুলির কথা তুলে ধরেছেন। অভিযুক্তরা হলেন দেবাবিশ দেব, প্রশান্ত মল্লিক, অজিত গোপ, শ্রীরাম চৌধুরী। সবাইই বাড়ি পশ্চিম ভুবনবন এলাকায়। এলাকার সবকিছুতেই তাদের প্রথম সারিতে পাওয়া যায়। কুমুদের দাবি, ৭০ বছর ধরে পশ্চিম ভুবনবনে তিনি বসবাস করেন। তার ১২ গন্ডা খালি জায়গা রয়েছে। এই জায়গায় গামাই বাগান করা আছে। গাছগুলি বহু বছর পুরোনো। খালি জায়গাতে কীর্তনের আয়োজন

করতে চেয়েছিলেন স্থানীয় বিজেপি নেতারা। যথারীতি কুমুদ কীর্তনের জন্য রাজী হন। তাকে বলা হয়েছিল, ৩ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে। দুই দফায় তাকে কীর্তনের সামনে ডাকা হয়। এরপর জমির উপর এখন স্থায়ীভাবেই মন্দিরের নামে ঘর তৈরি করা হচ্ছে। এজন্য কুমুদের কাছ থেকে কোনও অনুমতিও নেওয়া হয়নি। মন্দিরের নাম দিয়েই জমিটি দখল নিতে চাইছে স্থানীয় বিজেপি নেতারা। তিনি তাদের বিরুদ্ধে বিচার চেয়ে শাসকদলের অন্য নেতাদের কাছে গিয়েছিলেন। কিন্তু সবাই তাকে নানাভাবে জয়গাটি ছেড়ে দিতে বুঝিয়ে যাচ্ছে। কুমুদ জানান, একদল এসে তাকে বুঝিয়ে যান যাঁরা জমি দখল করতে চাইছেন তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে পারবেন না তিনি। তারা দেখবেন বিষয়টি। অন্যদিকে দেবাবিশ, প্রশান্ত, অজিত, শ্রীরাম এই চারজনেই নেতৃত্বে একদল যুঁকে এসে অপহরণ, হত্যার হুমকি দিয়ে যায়। ৫০ বছর পুরোনো ৮টি গামাই

গাছও ইতিমধ্যে বুলডোজার লাগিয়ে তুলে ফেলা হয়েছে। নিজের জমি এখন ফিরে পেতে চাইছেন কুমুদ। তিনি আশা করছেন এনিমেষ সংবাদ হলে সমাজদ্রোহীদের বিরুদ্ধে পুলিশ এবং প্রশাসন ব্যবস্থা নেবে। এমনতেই পুলিশের কাছে গিয়ে তিনি কোনও আশা দেখতে পারছেন না। বিজেপির নেতা শুনলেই সবাই পিছিয়ে যাচ্ছেন। প্রসঙ্গত, রাজ্যে গত কয়েক বছর ধরেই জোর করে জমি দখলের প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। সরকারি খাসজমি পর্যন্ত জমি দস্যুরা দখল নিচ্ছেন। এমনকী আগরতলায়ও কেউ স্বেচ্ছায় জমি বিক্রি করতে পারছেন না। জমি দস্যুদেরকে টাকা না দিয়ে জমি কিনতে গেলে হামলা করা হচ্ছে। এই সংস্কৃতি আগরতলায় শেষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কিছু লেভী নেতার মদতে তারা আবারও সক্রিয় হয়ে পড়েছেন। এতদিন জমি কেনা-বোচা করতে তারা টাকা আদায় করতেন। এবার শহরতলিতে প্রকাশেই জমি দখলে নিলো তারা। নাম দেওয়া হলো মন্দির স্থাপনের।

## শহরে যুবকের বুলন্ত দেহ

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ ফেব্রুয়ারি।। অস্বাভাবিক মৃত্যু কিছুতেই থামছে না রাজ্যে। অল্প বয়সের যুবকরাও আত্মহত্যা করছেন। সাধারণ বিষয় নিয়েই আত্মহত্যা করছে তরুণ-তরুণীরা। এবার আত্মহত্যার ঘটনা শহরের ভাটি অভয়নগরে। নিজের ঘরেই বুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার হয়েছে রফিক মিয়া নামে ২১ বছরের এক যুবক। শুক্রবার এই যুবকের দেহ ময়নাতদন্ত হয়েছে। কি কারণে রফিক ফাঁসিতে আত্মহত্যা করলেন এই ব্যাখ্যা নেই পুলিশের কাছে। এমনকী রফিকের ভাইও আত্মহত্যার কারণ বলতে পারছেন না। তবে পুলিশ মনে করছে ব্যক্তিগত কোনও সমস্যার কারণেই আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন রফিক। জানা গেছে, রফিক বৃহস্পতিবার রাত্রে খাবার খেয়ে নিজের ঘরে ঘুমোতে যান। গভীর রাত্রে রফিকের ছোট ভাই ঘরে গিয়ে

● এরপর দুইয়ের পাতায়

# নেশা দ্রব্য-সহ আটক কুখ্যাত

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ ফেব্রুয়ারি।। শহরে ছেয়ে গেছে নেশা দ্রব্যে। এখন আর পুলিশে অভিযানে দু'চারাটি কোঁটা, নেশার ট্যাবলেট উদ্ধার হয় না। পুলিশের সাধারণ অভিযানেই উদ্ধার হয়ে যাচ্ছে লক্ষাধিক টাকার নেশা সামগ্রী। এদিনগরের পর এবার লক্ষ্যমুড়ায় পুলিশি অভিযানে উদ্ধার হয়েছে ১৫ লক্ষ টাকার নেশা দ্রব্য। একই সঙ্গে নেশা বিক্রির পর জমানো সাড়ে ৫ লক্ষ টাকাও উদ্ধার হয়েছে। গ্রেফতার করা হয়েছে চন্দন হালদার নামে এক কুখ্যাত নেশা কারবারিকে। বৃহস্পতিবার রাত ৯টা নাগাদ শহরতলির লক্ষ্যমুড়ায় অভিযানে গিয়ে পুলিশের এই সাফল্য। পশ্চিম থানার ওসির দায়িত্বে নিয়ে সূরত চক্রবর্তী এই সাফল্য দেখিয়েছেন। যদিও শুক্রবার পশ্চিম থানায় নেশা দ্রব্যগুলি নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করা হয়েছে পুলিশের পক্ষ থেকে। এই সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হন দুই অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পিয়া মাধুরী মজুমদার এবং অনিবার্ণ দাস। তবে শহরে ব্যাপক পরিমাণে নেশা দ্রব্য উদ্ধারের ঘটনায় চাক্ষুষ তেরা হয়েছে। এই ঘটনায় পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে আগরতলা ছেয়ে যাচ্ছে নেশা দ্রব্যে। এদিনগরে এক কোটি টাকার হেরোইন উদ্ধার হয়েছিল। এই



বাড়িতে অভিযান করে পুলিশ। অভিযানে আসাম রাইফেলসের জওয়ানরাও যান। যৌথ অভিযানে চন্দনের কাছ থেকে নেশা সামগ্রী এবং নগদ টাকা উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ জানতে পেরেছে, চন্দন কয়েকদিন পর পরই বাংলাদেশ যায়। বেশিরভাগ সময়ই বেআইনি পথে আসা-যাওয়া করে। এই দফায় তার বাড়ি থেকে প্রচুর পরিমাণে ফেনিডিল বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগেই পশ্চিম থানায় এসে নেশা দ্রব্যের বিরুদ্ধে অভিযান করতে লক্ষ্যমুড়ায় এলাকার মহিলারা ডেপুটেশন দিয়ে গিয়েছিলেন।

বাহিনীর খবরের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযান করে সাফল্য পেয়েছে। থানায় এনে চন্দনকে জেব্রা করছেন পুলিশ অফিসাররা। এদিন সাংবাদিকদের পিয়া মাধুরী মজুমদার জানান, মুখ্যমন্ত্রী নেশা মুক্ত ত্রিপুরা চাইছেন। তিনি নেশার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। আমরাও এখন এই নেশা কারবারিদের বিরুদ্ধে অভিযান করে যাচ্ছি।

**Acharya Ashutosh**

Specialist in Vastu, Phd. in Astrology

ভারতের বিভিন্ন শহরে সমাদৃত

**আচার্য আশুতোষ** এবার আপনাদের শহরে যে কোন জটিল বাস্তব ও জ্যোতিষ সমস্যার সমাধান। ফোন নম্বর

**7980555138**  
**9477405138**

খোয়াইলি লিঙ্গা হাউসে  
5th February, 2022  
আগরতলা হোটেল হেভেন  
10th February, 2022

**GRAMMAR & SPOKEN**

ছোটদের, বড়দের ও Competitive পরীক্ষার্থীদের English grammar, Spoken, Written ও Translation পড়ানো হয় এবং Recording Videos প্রদান করা হয়।

— ও যোগাযোগ করুন ও —

**Mob - 9863451923**  
**8837086099**

**ইন্ডিয়া আয়ুর্বেদিক মেডিসিন সেন্টার**

Paradise Chowmuhani, Near Khadi Gramodyog Bhavan Agartala - 8787626182

**Orthorel Capsules**

যেকোনো ব্যাথা থেকে

**Relife**

যেমন -

বাতের ব্যাথা, কোমর ব্যাথা, হাটু ব্যাথা। ব্যবহার করুন।

**Orthorel Capsules**  
**MRP : 275/-**

**NM নাইটিংগেল নার্সিং হোম**

ধলেশ্বর রোড নং-১৩, ব্ল লোটাস ক্লাব সংলগ্ন, আগরতলা

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশে, সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত, উন্নত মানের অপারেশন থিয়েটার, আই.সি.ইউ, এম.আই.সি.ইউ, চিকিৎসা ও পরিষেবা।

**সুবিধা** গাইনোকোলজিক্যাল সার্জারী, জেনারেল সার্জারী, অর্থো সার্জারী, এডভান্স ল্যাপ্রোস্কপি/মাইক্রো সার্জারী।

ও যোগাযোগ ও

**0381-2320045 / 8259910536 / 8798106771**

## জখম সাংবাদিক সহ তিনজন

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৪ ফেব্রুয়ারি।। যান সন্ত্রাসে গুরুতর জখম এক সাংবাদিক-সহ তিনজন। গুরুতর অবস্থায় দু'জনকে জিবিপি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। শুক্রবার রাত পৌনে দশটা নাগাদ উদয়পুরের কলিকাতা আশ্রমের সামনে জখম হয়েছেন সুজন। রাতে তিনি কাজ সেরে বাড়ি ফিরছিলেন।



লোকনাথ চৌমুহিনের কাছে একটি অটোর সঙ্গে বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। দ্রুত গতিতে বাইক এবং অটোর সংঘর্ষে ছিটকে পড়ে যান সুজন। আহত হয়েছেন অটো চালক দুলাল দেবনাথও। দু'জনকেই দমকল কর্মীরা উদ্ধার করে গেমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখান থেকে গুরুতর জখম অবস্থায় সুজনকে জিবিপি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। সুজন পায়ে ভালো আঘাত পেরেছেন। এই ঘটনার আধঘণ্টার মধ্যেই উদয়পুরের সোনামুড়া চৌমুহনিত পুলিশের ব্যারিকেডের ধাক্কা খেয়ে গুরুতর জখম হয়েছেন বাগ্মী দাস নামে এক বাইক চালক। দমকল কর্মীরা তাকেও উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা

● এরপর দুইয়ের পাতায়

**Flat on Sale**

Flat Sale on Palace Compound (Near Town Hall) only genuine buyer can contact.

**Mob- 9612906229**

N.B. Interest land owner on Agartala City for Promoting can contact.

**অল ইন্ডিয়া ওপেন চ্যালেঞ্জ**

Free মেসে 3 ঘণ্টায় 100% গ্যারান্টিতে সমাধান

গ্রেমে বাধা, ব্যবসায় ক্ষতি, গৃহ কলহ, স্বামী-স্ত্রী বিরোধ, বিবাহে বাধা, সন্তান ও শত্রু থেকে পরিত্রাণ, গর্ভধন, কর্তব্য বাধা, গুপ্তবিন্দু স্কলজাদু, মূর্তকরণী, জাদুটোনা, বশীকরণ স্পেশালিস্ট।

**যার বাসে A to Z সমস্যার সমাধান**

যদি কারও স্বামী, স্ত্রী অথবা মেয়ে কারও বশীভূত হয় তাহলে একবার অবশ্যই ফোন করুন আর যার বাসেই দ্রুত সমাধান পান।

স্পেশালিস্টঃ বশীকরণ, মূর্তকরণী এবং কালাজাদু

**Contact 9667700474**

# সহদেব মুক্ত বটতলা ফাঁড়ি

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ ফেব্রুয়ারি।। আবারও বদলি হলেন বটতলা ফাঁড়ির ওসি সহদেব ভৌমিক। দুর্নীতিতে অভিযুক্ত এই ওসিকে সাত মাস আগে পশ্চিম জেলার তৎকালীন এসপি মানিক লাল দাস বদলি করেছিলেন। কিন্তু তিনি এসপি থাকার সময় সহদেবকে বটতলা থেকে আর সরিয়ে প্যারেননি। এবার এসপির দায়িত্ব নিয়ে জে রেভিড আবারও সহদেবের নামে বদলির নির্দেশিকা জারি করেছেন। বলা হয়েছে, নির্দেশ জারি হওয়ার পর দ্রুত পশ্চিম জেলায় রিজার্ভ বিভাগে যোগ দিতে। তার জায়গায় বটতলার ওসি করা হচ্ছে পূর্ব থানার এসআই অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়কে। বটতলা ফাঁড়ির আরেক সাব ইনসপেক্টর রঞ্জিত সরকারকে

পূর্ব থানায় বদলি করা হয়েছে। পুলিশ মহলে প্রভাবশালী মন্ত্রী ঘনিষ্ঠ সহদেবকে বাস্তবে বটতলা থেকে সরিয়ে প্যারেননি কিনা এসপি তা নিয়ে প্রশ্ন ছিল। এখনও সহদেব প্রকাশ করছেন শহরের থানাগুলির পুলিশ কর্মীরা। তাদের বক্তব্য, সহদেবকে সরানো সহজ নয়। প্রত্যেক মাসে সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা তোলা আদায় করে পৌছে দিতো এই সহদেব। এই টাকা নতুন কেউ এসে তুলে দিতে পারবে না। কিন্তু অবশেষে এসপি বদলের পর সহদেবকে বদলি হতে হয়েছে। আইপিএস জে রেভিড ঘুরে সরকারি অভিযোগ শুনে চান না। সহদেবকে এই মুহুর্তেই ওসির পদ থেকে বদলি করে দেওয়ার নির্দেশিকা জারি করেছেন। পশ্চিম জেলায় এদিন আরেকটি নির্দেশিকায়

পাঁচজনকে বদলি করা হয়েছে। এই তালিকায় রয়েছেন লেফটেন্যান্ট এসআই সত্যনাম দেববর্ম। তাকে চম্পকনগর ফাঁড়ির ওসি করা হয়েছে। খয়েরপুর ফাঁড়ির ওসি করা হয়েছে জিরানিয়া থানার এসআই রাজু বৈদ্যকে। জিরানিয়া থানায় পাঠানো হয়েছে এয়ারপোর্ট থানার এসআই ওবাইদুর রহমানকে। সিংহাইয়ের সুন্দরীলার ফাঁড়ির ওসি করা হয়েছে তরুণী জমাতিয়াকে। কয়েকদিন আগেই ৬২টি থানা এবং ফাঁড়ির ওসিকে বদলি করা হয়েছিল। এবার আরও ৩টি ফাঁড়ির ওসি রদবদল হলো। কিন্তু বিশাল মালিকের পছন্দের পাত হয়ে দাঁড়িয়েছেন। অভিযোগ রয়েছে, তাপসের সহযোগিতায় নিপোকা এলাকার সমস্ত টিকেদারীর দখল বিধায়কের হাতে গেছে। এছাড়া রাজের সমস্ত গাঁজা-সহ নেশাদ্রব্য বোধজনগর থানা এলাকা দিয়েই আসা-যাওয়া করে। এক দফায় বিপুল পরিমাণে নেশা সামগ্রী-সহ ধৃত লরিচালকের মোবাইলের সিডিআর সূত্র ধরে তাপসের নাম পেয়েছিল পুলিশ। অত্যা এক

● এরপর দুইয়ের পাতায়

## পাচারকারীদের রুখতে গিয়ে রক্তাক্ত জওয়ান

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৪ ফেব্রুয়ারি।। পাচার বিরোধী অভিযান করতে গিয়ে গুরুতর জখম এক বিএসএফ জওয়ান। চাক্ষুণ্যকর এই ঘটনা বিলোনিয়া মহকুমার পিআরবাড়ি ফাঁড়ি এলাকায়। পাচারকারীদের ছোঁড়া পাথরের ঢিলে মাথা ফেটে যায় বিএসএফ জওয়ান কমস্টেবল বিনোদ সুরেনের। তিনি বিএসএফ'র ১৩০নং ব্যাটেলিয়নে কর্মরত। রাস্তামুড়া ফাঁড়িতে তার পোস্টিং। বৃহস্পতিবার রাতে সীমান্ত পাহারা দেওয়ার সময় পাচারকারীদের গাঁজা নিয়ে যেতে দেখেন বিনোদ। যথারীতি তিনি পাচারকারীদের ধাওয়া করেন। নিজে পাচারকারীদের ছোঁড়া ঢিলে রক্তাক্ত হলেও পাচারের গাঁজাগুলি আটক করে ফেলেন। সব মিলিয়ে ২৫ কিলো গাঁজা তিনি আটক করেছেন। এই গাঁজা আটক করতে গিয়ে



রক্তাক্তও হলেন। অন্য জওয়ানরা তার চিৎকারে ছুটে আসেন। এই সুযোগে পালিয়ে যায় পাচারকারীরা। আহত জওয়ানকে পিআরবাড়ি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসা করানো হয়েছে। উদ্ধার করা গাঁজাগুলি পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া

হয়েছে। এর বাজার মূল্য ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। এদিকে এই ঘটনায় পিআরবাড়ি বিএসএফ'র পক্ষ থেকে একটি মামলা করা হয়েছে। মানান মিয়া, মানিক মিয়া-সহ তিনজনের নামে এনডিপিএস আক্ট এবং কর্তব্যরত বিএসএফ জওয়ানকে আহত করার অভিযোগে মামলা দেওয়া হয়েছে। যদিও এখনও পর্যন্ত পাচারকারীদের গ্রেফতারের খবর নেই। রাতে পাচার রুখতে গিয়ে বিএসএফ জওয়ান আহত হওয়ার ঘটনায় সীমান্ত এলাকার চাক্ষুণ্য ছড়িয়ে পড়ে। গভীর রাতে বিএসএফ'র পক্ষ থেকে সীমান্ত এলাকায় ইটলও দেওয়া হয়।

**VISION CONSULTANCY**

We Provide Admission Guidance for MBBS / BDS / BAMS

TOP PRIVATE MEDICAL COLLEGES IN INDIA (Kolkata, Uttar Pradesh, Bangalore, Tamilnadu, Puducherry, Haryana, Bihar, Orissa & Other)

**LOW PACKAGE 45 LAKH**

**NEET QUALIFIED STUDENTS ONLY**

Call Us : 9560462263 / 9436470381

Address : Office Lane, Opp. Siksha Bhavan, Agartala, Tripura (W)

**NIOS / COMPUTER / SPOKEN ENGLISH**

যেসব ছাত্রছাত্রী ও চাকুরীজীবী VIII পাশ বা মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ফেল তাঁরা NIOS Open Board থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়ার জন্য যোগাযোগ করুন এবং ছোট বড়দের Short Time ও Long time Computer, Spoken English কোর্সে ভর্তি চলছে।

**Contact - Popular Computer Academy**

Joynagar Busstand, Agartala, West Tripura

**Ph: 7005605004 / 9774349322**

**নিজেই নিজের Boss হয়ে চলুন -**

**আজই Join করুন ভারতবর্ষের সর্ববৃহৎ রাষ্ট্রায়ত্ত্ব বীমা সংস্থা তথা Life Insurance Corporation of India তে এজেন্ট হিসাবে এবং তাতে সুবিধা হিসেবে পাবেন মাসিক স্টাইপেন্ড ৫০০০ থেকে ৬০০০ হাজার টাকা, আকর্ষণীয় কমিশন আয়, মাসিক ইন্সলেন্ডিভ, পেনশন, গ্রাডুইটি, সোভাগ্য সাফল্য এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ইত্যাদি আরও অতিরিক্ত সুবিধা।**

**যোগাযোগ করুন:-7005400300**

**LIC**

ভারতীয় জীবন বীমা সংস্থা

**ব্যাঙ্গ এখন আর দুঃখ নয়**

আপনি কি কষ্টে আছেন কেন যেহেতু সকল সমস্যাই রয়েছে সমাধান সময় ১০০ শতাংশ অতিস্বর সমাধান পাবেন আমাদের কাছে।

**মিয়া সুফি খান**

যেমন চাকরি, গৃহ অশান্তি, প্রেম, বিবাহ, কালো জাদু, সন্তান এর যত্নশ্রু অথবা শত্রুসমন, সম্ভানের চিন্তা, স্বপ্ন মুক্তি, বান মারা, আইন আদালত এই সব রকমের সমস্যার তুফান সমাধান পাবেন আমাদের কাছে দ্বারা।

যদি কারো স্ত্রী বা স্বামী, প্রেমিক বা প্রেমিকা, সন্তান অথবা মনের কাছের কোন ব্যক্তি অন্য কারোর বশে হয়ে থাকে তাহলে অতিস্বর আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।

তত্ত্ব মন্ত্র বশীকরণ এবং আত্ম-এর স্পেশালিস্ট মিয়া সুফি খান। সমস্তের একটি নাম।

**মোবাইলঃ ৮৭৯৮১৪৪৫০৮ / ৮৭৯৮১৪৫০৮**

ঠিকানা- ভোলাগিরি, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা (নিয়ার শনি মন্দির)

**বিশেষ দ্রষ্টব্য**

প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের কোনও দায় এই পত্রিকা অথবা তার সাথে সংশ্লিষ্ট কারও নয়। বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু একান্তই বিজ্ঞাপনদাতার, সেসবের সত্যতার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বিজ্ঞাপনদাতার, পত্রিকার কোনও ভূমিকা সেখানে নেই। যেকোনও বিজ্ঞাপনের ব্যাখ্যা, ইত্যাদির জন্য সেই বিজ্ঞাপনে দেওয়া উপায়েই যোগাযোগ করতে হবে, যোগাযোগের উপায় বের করে দেওয়া পত্রিকার দায়িত্ব নয়।

**“স্বপ্ন আপনার, সাজাবো আমরা”**

**BAPPIRAJ FURNITURE**

Highest display & Biggest Furniture Shopping Mall of Tripura

© Near Old Central Jail, Agartala & Dhajanagar, Udaipur

**৯৪৩৬৯৪০৩৬৬**